হেমন্ত—বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অবিনাশ বাবু তাড়াতাড়ী ভৃত্যদিগকে জল আনিতে বলিলেন। অবিনাশ বাবু যোগিরাজের মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভৃত্যগণ বাতাস করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে যোগিরাজ চৈতন্য লাভ করিয়া আবার সতেজে বলিতে লাগিলেন—

"ভাই এই ত হিন্দু সমাজ!—হেমন্তের শ্বশুরের ন্যায় লক্ষ লক্ষ নরপিশাচ দ্বারাই ত হিন্দু সমাজ গঠিত হইয়াছে—হেমন্তের শ্বশুরের ন্যায় নিষ্ঠুর পাপাচারীরাই ত হিন্দু সমাজের নেতা। দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বালিকার উপর এই নিষ্ঠুর ব্যবহার—এই ভীষণ অত্যাচার—যাহার মনুষ্যাত্মা আছে সে কখনও ঈদৃশ ঘৃণিত সমাজে থাকিতে পারে? হেমন্তের শ্বশুর হিন্দু সমাজের একজন অগ্রণী। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার দুইটী উপপত্নী রহিয়াছে। তাহার একটা বাগ্‌দীর মেয়ে। তাঁহার নিজের কন্যা দুইটী বিধবা হইয়া ব্যভিচারিণী হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হয় না; তাহাতে হিন্দুসমাজের নিকট সে ঘৃণিতও হয় না।—তাহাতে হিন্দুসমাজের লোকের কলঙ্ক হয় না—হিন্দু সমাজের লোকের পাপ হয় না। কিন্তু হেমন্ত মুমূর্ষাবস্থায় একাদশীর দিনে একটু জলপান করিলে তাঁহার শ্বশুরের ধর্ম্ম নষ্ট হইত—হিন্দুসমাজের নিকট তাঁহাকে কলঙ্কিত হইতে হইত;—হায়!—হায়!—আমার এত স্নেহের হেমন্ত—তাঁহার অদৃষ্টে এইরূপ মৃত্যু ছিল। জল বিনা তাঁহার মৃত্যু হইল!"

এই বলিয়া যোগিরাজ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অবিনাশ বাবু তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। অর্দ্ধ অচেতনাবস্থায় নিমীলিত নেত্রে, যোগিরাজ ক্ষিপ্তের ন্যায় ইংরেজীতে বকিয়া উঠিলেন—"Tell me Aubinash, are not these Hindus the most unreasonable brutes? Do you call them men? The Kukis, the Garrows and the Santhals are not so utterly destitute of humanity as these Hindus are." অর্থাৎ—অবিনাশ বল দেখি—এই সকল হিন্দু কি একেবারে জ্ঞানশূন্য বিবেকশূন্য পশু নহে? ইহাদিগকেও তুমি মানুষ বল? কুকী, গারো এবং সাঁওতালগণও হিন্দুদিগের ন্যায় একেবারে হৃদয় শূন্য নহে।"

অবিনাশ বাবু যোগিরাজকে কথা বলিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যোগিরাজ বলিলেন—"না—আমি এ হৃদয়ে পাষাণ বান্ধিয়াছি—তোমার কোন আশঙ্কা নাই। এখন বসন্তকুমারী যে জন্য আত্মহত্যা করিলেন তাহাই বলিতেছি। তুমি আমাকে হিন্দু সমাজে থাকিতে বল!—তুমি আমাকে

সংসার ধর্ম্মাবলম্বন করিতে বল—শুন নিরপরাধা বসন্তকুমারীর উপর আবার কি অত্যাচার হইয়াছিল।”

অবিনাশ বাবু বলিলেন—“থাক্ থাক্—আমার আর ও সকল কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। তুমি সুস্থ হইলে পর সময়ান্তরে শুনিব।”

যোগিরাজ বলিলেন—“আমি আজ রাত্রি অবসানেই এইস্থান হইতে চলিয়া যাইব। আমি আহারের পরই লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু ঐ সাহেবটী ভদ্রতা করিয়া আমার নিকট কানপুরের হত্যার বিষয় শুনিতে চাহিয়াছেন। তাই একটু বিলম্ব করিতে হইল।”

“এত শীঘ্র শীঘ্র আমি তোমাকে বিদায় দিতে পারি না।”

“না—আমার নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। আমি কানপুর হইতেই ইন্দোরে চলিয়া ছিলাম। কিন্তু পথে এই ইংরেজরমণীকে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই এখানে আসিতে হইল। নতুবা লক্ষ্ণৌ আসিবার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না।”

“ইন্দোরেই বা তোমার কি কাজ আছে? তুমি এখন সন্ন্যাসী। তোমার ত এখন আর বিষয় কার্য্য নাই।”

অবিনাশের কথা শুনিয়া বলিলেন—“এসংসারে কোনও স্থানেই আমার কার্য্য নাই, স্বার্থ নাই;—কিন্তু আবার সকল স্থানেই আমার কার্য্য রহিয়াছে —স্বার্থ রহিয়াছে। প্রেম এবং কর্ত্তব্য আমাকে যে দিকে পরিচালন করিবে, সেই দিকেই আমাকে যাইতে হইবে।”

যোগিরাজকে এখন অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুস্থমনা দেখিয়া অবিনাশ বাবু তাঁহাকে আত্ম বিবরণ বলিতে আবার অনুরোধ করিলেন। যোগিরাজ তখন আবার বলিতে লাগিলেন—

“বেলা তিন ঘটিকার সময় হেমন্তের মৃত্যু হইল। ধাত্রীর মুখে সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমি প্রসবগৃহের দ্বারে অচেতন হইয়া পড়িয়ারহিলাম। কতক্ষণ আমি অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় হেমন্তের মৃত্যুর পর গ্রাম্য লোকেরা তাঁহার মৃত দেহ দাহন করিবার জন্য অত্যল্পকাল মধ্যেই সেখানে একত্রিত হইয়াছিল। সেই সকল লোকের মধ্য হইতে একটা লোক হাসিতে হাসিতে হেমন্তের শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল—“মুখজ্যা মহাশয়! শ্মশান ঘাটে একটী লইয়া যাইতে হইবে—না

দুইটীই একত্রে লইয়া যাইব? এই যে আপনার সেই ধনুর্দ্ধর বৈবাহিক পুত্র পড়িয়া রহিয়াছেন।”

“ইহার প্রত্যুত্তরে হেমন্তের নিষ্ঠুর শ্বশুর একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন —“বাছা! ওকে তোমাদিগের আর শ্মশান ঘাটে লইয়া যাইতে হইবে না। ও ছোঁড়াটাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি। ওর অদৃষ্টে অগ্নি নাই। ওর অদৃষ্টে কবর। —ও ব্রাহ্মণকুলের কুলাঙ্গার।”

“ইহাদিগের পরস্পরের এই সকল কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমি জাগ্রত হইলাম। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম হেমন্তের মৃতশব তাহাদিগের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। হেমন্ত অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। তাঁহার মুখ খানি একটুও বিকৃত হয় নাই। সেই সরলতা পরিপূর্ণ হাসিভরা মুখ খানি আমি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। শুদ্ধ কেবল তৃষ্ণায় যে হেমন্তের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আর আমার কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ রহিল না। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃতশব লইয়া গ্রাম্য লোকেরা শ্মশানে চলিয়া গেল। আমি তখন কলিকাতা অভিমুখে চলিলাম, এবং রাত্রি দশ ঘটিকার সময় গৃহে পৌঁছিলাম। বসন্তকুমারী হেমন্তকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করিতেন। তিনি হেমন্তের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে শোকে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। আমি, আমার মাতা এবং বসন্তকুমারী তিন জনই সমস্ত রাত্রি বিলাপ এবং পরিতাপে অতিবাহন করিলাম। হেমন্ত জলাভাবে তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মরিয়াছে; এই কথা শুনিয়া বসন্তকুমারীর শোকানল শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তিন চারি দিনের মধ্যে এক বিন্দু জল মুখে দিলেন না। সর্ব্বদাই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন—“হেমন্ত জলাভাবে মরিয়াছে—আমি আর মুখে জল দিব না।”

“কিন্তু কালের স্রোতে শোক দুঃখ সকলই ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। আমাদের এই দারুণ শোক ধীরে ধীরে হ্রাস হইতে লাগিল। হেমন্তের মৃত্যুর দশ পনের দিন পরে, আমার মাতার অনুরোধে পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় এক শত কি দেড় শত টাকা আমাকে ঋণ করিতে হইল। এদিকে হেমন্তের মৃত্যুর পরই আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। কিন্তু কার্য্য পরিত্যাগ করিবার সুবিধা নাই। অতি কষ্টে কিছুকাল স্কুলের কাজ চালাইতে লাগিলাম। মাসাধিক পরে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলাম। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আমার কার্য্যে অন্য একজন লোককে নিযুক্ত করিলেন।

"হেমন্তের মৃত্যুর বৎসরেক পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপক বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মত প্রদান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও বিধবা বিবাহের আইন জারি হয় নাই। আমি সেই পণ্ডিতটীর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম; এবং মনে মনে স্থির করিলাম যে এই পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিয়া বসন্তকুমারীকে বিবাহ দিব। ভাই, আমাদের বঙ্গদেশে সেই পণ্ডিতটীর ন্যায় সহৃদয় পুরুষ আর আমি দেখি নাই। রাজা রামমোহন রায়কে স্বচক্ষে দেখি নাই। তাঁহার কেবল নাম শুনিয়াছি। কিন্তু এই পণ্ডিতটীকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি আমার মনে অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইল। বিধবা ভগ্নীকে বিবাহ দিতে আমাকে ইচ্ছুক দেখিয়া,তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি এবং আমি উভয়েই একটী বর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্য ক্রমে মেডিকেল কলেজের একটী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। বসন্তের সরলতাপরিপূর্ণ মুখখানি এবং তাঁহার নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতি দর্শনে মেডিকেল কলেজের সেই ছাত্রটী একেবারে মোহিত হইয়া পড়িল। সে বসন্তকে বিবাহ করিবে বলিয়া একেবারে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইল। সমাজপ্রচলিত কুসংস্কার নিবন্ধন বসন্ত প্রথমতঃ বিবাহে একটু অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আমি সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে পর, তাঁহারও বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল। সমুদয় স্থির হইল। আমার মাতাকে ইহার বিন্দুবিসর্গও জানাইলাম না। মনে করিয়াছিলাম গোপনে বসন্তকে সেই পণ্ডিতের বাড়ী লইয়া যাইব, সেখানে তাঁহার বিবাহ হইবে।

"বিবাহের দিন পর্য্যন্তও স্থির হইয়াছে। কিন্তু যে দিন বিবাহ হইবে,তাহার তিন দিন পূর্ব্বে আমার এক মাতুল এই বিষয় জানিতে পারিয়া আমার মাতার নিকট সমুদয় কথা ব্যক্ত করিলেন। মা প্রথমতঃ বসন্তকুমারীকে এবং আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার তিরস্কার বাক্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। মা তখন আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। মা আত্মহত্যা করিবেন, এই কথা শুনিয়াই বসন্তকুমারী বিবাহে একেবারে অসম্মতা হইলেন। তিনি বলিলেন—"মাকে কষ্ট প্রদান করিয়া আমি সুখী হইতে চাই না।"

"বসন্তের বিবাহে তখন এইরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও বিবাহার্থী ছাত্রটী বসন্তের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি

বলিতে লাগিলেন—"না হয় দুই চারি বৎসর পরেই বিবাহ হইবে। আমি ইহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

"কিন্তু এই সকল ঘটনার কয়েক মাস পরেই হেমন্তের মৃত্যু হইল। আমি ইতিপূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, হেমন্তের মৃত্যুর পর আমার শারীরিক স্বাস্থ্য একেবারে বিনষ্ট হইল। আমি চারি মাস পর্য্যন্ত শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিলাম। আমার মাতাও অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অর্থাভাবে তখন ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। আত্মীয় স্বজন কেহ আমাদের একবার তত্ত্বও করিতেন না।

"তখন আমার আর ভৃত্য কিম্বা পরিচারিকা রাখিবার সাধ্য নাই। প্রত্যেক দিবস রাত্রি অবসানের পূর্ব্বে বসন্তকুমারী স্বয়ং জলের কলসী কক্ষে করিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে জল আনয়ন করিতেন। রোগ শয্যায় বসন্তকুমারীর ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শনে আমার হৃদয় যে কত ব্যতিথ হইত তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পার। আমরা মাতা পুত্র দুই জনেই রোগশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছি; সুতরাং গৃহের সমুদয় কার্য্যই তখন একক বসন্তকে করিতে হইত।

"এক দিন বসন্তের জল আনিতে যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, তখন তিনি তাড়াতাড়ি কলসী কক্ষে করিয়া গঙ্গার ঘাটে চলিলেন। তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই রাত্রি প্রভাত হইল। আমাদের বাড়ীর নিকটস্থিত প্রতিবেশিদিগের গৃহের কয়েকটা পরিচারিকা প্রাতে গঙ্গার ঘাটে যাইতেছিল। তাহারা বসন্তকে গঙ্গার ঘাট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় হয় ত দেখিয়া থাকিবে। সেই দিন হইতেই বসন্তকুমারীর বিরুদ্ধে তাহারা বিবিধ কুৎসিত কথা রটনা করিতে আরম্ভ করিল। দিন দিন বসন্তকুমারীর নামে নূতন নূতন অপবাদ প্রচারহইতে লাগিল। আমাদের আত্মীয় কুটুম্বেরাও সেই সকল কথা শুনিতে পাইলেন।

"হিন্দুসমাজের লোকের মন অত্যন্ত কলুষিত;—তাঁহাদিগের দৃষ্টি অপবিত্র;—তাঁহাদিগের হৃদয় দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণ;—তাঁহারা লোকের চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু শুনিলেই তাহা বেদবাক্য স্বরূপ বিশ্বাস করেন। সুতরাং নিরপরাধিনী বসন্তকুমারীর বিরুদ্ধে বিবিধ মিথ্যা অপবাদ শ্রবণমাত্র আত্মীয় কুটুম্বগণ তাহা বিশ্বাস করিলেন। ইতি পূর্ব্বে তাঁহারা কখনও আমার ব্যারামের কথা শুনিয়া একবার ভ্রমেও আমার গৃহে পদার্পণ করেন নাই। কিন্তু বসন্তকুমারীর বিরুদ্ধে বিবিধ কুৎসিৎ কথা প্রচার হইবামাত্র দলে দলে আত্মীয় স্বজনেরা আমার গৃহে

আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গোপনে আমাকে বলিতেন "বসন্তকুমারীর কুচরিত্রের কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। এখন তাঁহাকে গৃহে রাখিলে তোমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে।"

"ভাই, এই সকল কপটাচারী, পরনিন্দুক আত্মীয় কুটুম্বের কথা শুনিয়া আমার কোপানল শতগুণে জ্বলিয়া উঠিত। আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতাম না। মুখে যাহা আসিত, তাহাই তাঁহাদিগকে বলিতাম। তাঁহারাও তখন কোপাবিষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন।

"আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাড়ী আসিয়া সর্ব্বদাই বসন্তকুমারীকে তিরস্কার করিতেন—সর্ব্বদাই তাঁহাকে বাক্যানলে দগ্ধ করিতেন। কেহ বলিতেন—"ভদ্রলোকের ঘরে যে এইরূপ মেয়ে আছে, তাহা ত কখনও আর শুনি নাই।" কেহ বলিতেন—"এতই যদি তোর অসহ্য হইয়া থাকে তবে যাহা হয় আপন ঘরে ব'সে করিতে পারিসনা। দিবা রাত্র রাস্তায় রাস্তায়—বাস কেন"। হিন্দুসমাজের অনেকানেক ব্যাভিচারিণী বিধবা বিশেষ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতেন—'আমরাও এই বয়সেই বিধবা হইয়াছি—আজ পর্য্যন্ত ত আমাদের নামে কেহ কিছু বলিতে পারে নাই।' এই সকল ব্যভিচারিণীরা মনে করিতেন যে, বসন্তকুমারীকে তিরস্কার করিলেই তাহারা পরমাসাধ্বী বলিয়া সমাজে পরিচিত হইবেন। অপেক্ষাকৃত সমধিক শান্ত স্বভাবা রমণীগণ বলিতেন,—"আরে, হতভাগিনী, তোর জন্য তোর ভাইকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে—তোর ভাইয়ের আর বিবাহ হইবে না।" কিন্তু এই শেষোক্ত শ্রেণীর রমণীগণের কথাই বসন্তকুমারীর যারপরনাই অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমার জন্য তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইলে—তাঁহার বিবাহ হইবে না—এই চিন্তায় ভ্রাতৃবৎসলা, পবিত্র হৃদয়া বসন্তকুমারীর মনে অত্যন্ত আঘাত প্রদান করিল। ভাই, এই সময়ে একে অর্থাভাবে আমাদের ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর আবার অনর্থক ঈদৃশ লোক গঞ্জনা—মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হইতে পারে বল দেখি। হিন্দুসমাজের লোকের মনে কি দয়া, স্নেহ, মমতা আছে! হিন্দুসমাজ সত্য সত্যই হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্য।

"কিন্তু ঈদৃশ লোকগঞ্জনা সহ্য করিয়াও কর্ত্তব্যপরায়ণা বসন্তকুমারী অহর্নিশ আমার এবং জননীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মনোদুঃখে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখখানি বিষণ্ণ থাকিত। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে আর আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

"আমি আরোগ্যলাভ করিলে পর, একদিন বসন্তকুমারী শিয়রে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিতে লাগিলেন যে, লোকগঞ্জনা তাঁহার অত্যন্ত অসহ হইয়া উঠিয়াছে ; এক মুহূর্ত্তও আর তাঁহার জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি ইতি পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিয়া জীবনের সকল কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। কিন্তু রোগ শয্যায় আমার এবং জননীর পরিচর্য্যা করিবার আর লোক নাই বলিয়াই তিনি এপর্য্যন্ত আত্মহত্যা করেন নাই।

"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বসন্তকুমারী কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হইতে আর তখন কথা বাহির হইল না। অবশেষে অনেক কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দাদা এখন আমাকে বিদায় দাও—আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিবাহ হইবে না।"

"তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। শোকে আমি একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"কি ? তোমায় বিসর্জ্জন করিয়া বিবাহ ?—না হয় বিবাহ না হইবে—আমি এ সমুদয় আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিব—চণ্ডালসদৃশ এই ব্রাহ্মণদিগের সমাজে কখনও থাকিব না—এই ঘৃণিত হিন্দুসমাজের বক্ষে পদাঘাত করিয়া, এ নরকসদৃশ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিব। তোমায় লইয়া আমি না হয় জঙ্গলে সাঁওতালদিগের সঙ্গে একত্রে বাস করিব।"

"আমাকে এইরূপে উত্তেজিত দেখিয়া, সে দিন বসন্ত আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু ইহার কয়েক দিন পরে আবার এক দিন বলিতে লাগিলেন—,'দাদা! তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার মৃত্যুর পর, তুমি বিবাহ করিয়া আমার পিতার বংশ রক্ষা করিবে। আমার জীবন ধারণ বৃথা। আমার জন্য আবার সর্ব্বদাই তোমাকে লোকগঞ্জনা সহ করিতে হইতেছে। লোকের নিকট সর্ব্বদাই তোমার মস্তক হেঁট করিতে হইবে।'"

"বসন্তকুমারীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। আমি বারম্বার তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলাম যে তিনি আত্মহত্যা করিলে এজীবনে আর আমার সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। হয়ত তাঁহার শোকে তখন আমারও আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইবে।

"এই সময়ে আমি আরোগ্য লাভ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চাকুরির চেষ্টা করিতেছিলাম। অনতিবিলম্বে যাট টাকা বেতনে কলিকাতার এক ইংরেজ সওদাগরের আফিসে কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। এক মাস অতিবাহিত

হইতে না হইতে সেই আফিসের ইংরেজকার্য্যাধ্যক্ষ আমার কার্য্য দেখিয়া আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এবং কিছুকাল পরেই তিনি দেড় শত টাকা বেতনে আফিসে প্রধান কেরাণীর পদে আমাকে নিয়োগ করিলেন। আমার দেড় শত টাকা বেতন হইয়াছে শুনিয়া বসন্তকুমারী অত্যন্ত সুখী হইলেন। আমি ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিব বলিয়াই কেবল তিনি সুখী হইলেন। তাঁহার নিজের সুখের আশা তিনি পূর্ব্ব হইতেই একেবারে বিসর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ কেবল মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ দেখিলে আমার স্পষ্টই বোধ হইত যে, তাঁহার নিজের জীবন তাঁহার নিকট ভয়ানক ভারবহ হইয়া পড়িয়াছে।

"আমার দেড় শত টাকা বেতন হইলে পর, তিনি সর্ব্বদাই আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি একদিন তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"তোমার বিবাহের পর আমি বিবাহ করিব।" আমার এই কথা শুনিয়াই বসন্তকুমারীর মুখ অত্যন্ত ম্লান হইল। মেডিকেল কলেজের যে ছাত্রটীর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে বসন্তকুমারীর সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, তিনি যে বসন্তের আশায় এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, তাহাও বসন্ত জানিতেন। তিনি আমার কথার প্রত্যুত্তরে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিতে লাগিলেন—"দাদা, তাঁহাকে অন্যত্র বিবাহ করিতে বলিবে। তিনি কেন আমার আশায় অপেক্ষা করিতেছেন? আমাকে বিবাহ করিলে আমার দ্বারা তাঁহার সুখী হইবার বড় সম্ভব নাই। স্বামীকে সুখী করিতে হইলে, স্বামীর সুখে সুখী হইতে হয়; স্বামীকে হাসিতে দেখিলে অকপটে হাসিতে হয়; স্বামীকে কাঁদিতে দেখিলে অকপটে কাঁদিতে হয়। অকপট হৃদয় এবং অকৃত্রিম ভাবে সকল বিষয় স্বামীর পদানুসরণ করিতে হয়। কিন্তু আমি যত দিন জীবিত থাকিব আমাকে চিরকাল শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাল যাপন করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া তাঁহাকে আমি কখনও সুখী করিতে পারিব না।"

"বসন্তকুমারীর এই সকল কথা শুনিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আত্মহত্যার সঙ্কল্প এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিশেষ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতাম। তাঁহার নিজের কষ্টযন্ত্রণার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচারনিবন্ধন আমাকে যে জনসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে, আমাকে যে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, সেই আশঙ্কাই কেবল তাঁহার আত্মহত্যার মূল কারণ হইল।

সুতরাং আমার প্রবোধ বাক্য এবং তাঁহার প্রতি আমার অত্যধিক স্নেহ তাঁহাকে এই ভীষণ সঙ্কল্প হইতে বিরত না করিয়া, বরং দিন দিন তাঁহার অভিপ্রেত পথে তাঁহাকে পরিচালন করিতে লাগিল। * * * * *

অকস্মাৎ একদিন আফিস হইতে আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি, বসন্তকুমারী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বসন্তকুমারীর মৃত্যুর পর, আর আমার সংসারে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু বৃদ্ধা জননীকে একেবারে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী হইবার সম্ভব নাই। সুতরাং ইহার পর, শুদ্ধ কেবল জননীর নিমিত্ত কিছুকাল সংসারে থাকিতে হইল। বসন্তকুমারীর মৃত্যুর পর, মাতা আমাকে সর্ব্বদা বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু মাতার সে অনুরোধ আমার শোকানল উদ্দীপ্ত করিত। বসন্তকুমারী এবং হেমন্তকুমারীর শোকে আমার হৃদয় সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের দুই জনের মৃত্যুঘটনা যতই চিন্তা করিতাম, ততই হিন্দু সমাজের লোকের প্রতি আমার ঘৃণা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার দেড় শত টাকা বেতন হইলে পর, অনেক আত্মীয় স্বজন আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সংস্পর্শ ও তখন আমার যারপর নাই ঘৃণিত বলিয়া মনে হইত। আমার জননী ও বিবিধ সাংসারিক কষ্টে ইতি পূর্ব্বেই মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় বসন্তকুমারীর আত্মহত্যার ছয় মাস পরেই, তাঁহারও মৃত্যু হইল। আমি তখন সংসারের বন্ধন হইতে সর্ব্বপ্রকারে নির্ম্মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। সংসার পরিত্যাগের সময় মনে করিলাম যে, আহারের জন্য কখনও কাহার নিকট ভিক্ষা করিব না। আমার তখন প্রায় পাঁচ শত টাকা সঞ্চয় হইয়াছিল। সেই পাঁচ শত টাকা সঙ্গে করিয়া ১৮৪৭ সনে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম। তৎপর এই বিগত দশ বৎসর যাবৎ সন্ন্যাসীর বেশে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতেছি।”

যোগিরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলে পর, অবিনাশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি কলিকাতা পরিত্যাগের পর, প্রথমে এই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আসিলে?”

যোগিরাজ বলিলেন—“না,—প্রথমে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। বৎসরেক পর আবার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অর্ণবপোতে মাদ্রাজে আসিলাম। প্রায় দুই তিন বৎসর মাদ্রাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, তৎপর ক্রমে মহীশুর, পুনা, বম্বে, ইন্দোর, ঝান্সী,

সিন্ধু প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতনা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রদেশই পর্য্যটন করিয়াছি।”

ইহাদিগের এই সকল কথা বার্ত্তায় বেলা প্রায় সাড়ে চারি ঘটিকা হইল। তখন অবিনাশ বাবু বলিলেন—“তোমাকে সঙ্গে করিয়া এখন আমাকে সার্ হেন্‌রী লরেন্সের নিকট যাইতে হইবে।”

অবিনাশ বাবু এই বলিয়াই তাঁহার সম্মুখস্থিত আফিসের কাগজ পত্রের বাণ্ডেল বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। অকস্মাৎ একটী বাণ্ডেলের উপর যোগিরাজের দৃষ্টি পড়িল। সেই বাণ্ডেলের উপরের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে—“Jhansi Massacre” “ঝান্সীর হত্যাকাণ্ড।”

যোগিরাজের এই বাণ্ডেলের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন; এবং অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া অবিনাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার একটী বাণ্ডেলের উপর ‘ঝান্সী হত্যাকাণ্ড’ লিখিত রহিয়াছে,—সে কি?—ঝান্সীতে কি হত্যা হইয়াছে?”

অবিনাশ বাবু বলিলেন—“সে সকল কথা আমার কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। এ সমুদয়ই গুপ্ত চিঠীপত্র (Confidential Letters and correspondence.)

অবিনাশ বাবুর কথা শুনিয়া যোগিরাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবিনাশ বাবু তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি এত উৎকণ্ঠিত হইলে কেন?”

যোগিরাজ বলিলেন—“ভাই, আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা হইলে আমাকে সত্বরই ঝান্সী যাইতে হইবে।”

অবিনাশ বাবু বলিলেন,—“আমার এই সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। তুমি লরেন্স সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার সময় ঝান্সীর কথা তুলিবে। বোধ হয় তাহা হইলে সকল বিষয় তাঁহার মুখে শুনিতে পাইবে।”

ইহার পর অবিনাশ বাবু যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া রেসিডেন্সিতে সার্ হেন্‌রী লরেন্সের নিকট চলিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

ভারতে ইংরেজরাজত্ব।

In many respects the Mahomedans surpassed our Rule * * * Our policy has been Cold, Selfish and Unfeeling: * * * the iron hand of power on the one side, monopoly and Exclusion on the other—*Lord William Bentinck.*

এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কাহার সাধ্য এ পরিবর্ত্তনের স্রোত নিবারণ করে?

বিগত দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌএর কি অবস্থা ছিল,আর এখনই বা কি অবস্থা হইয়াছে। বিগত দুই বৎসর পূর্ব্বে মৎস্তভবন, ছত্রমঞ্জিল, মতী-মঞ্জিল, সানজিফ, কৈসরবাগ, ফরহাতবক্স প্রভৃতি নবাব প্রাসাদ হইতে সর্ব্বদাই চিররুদ্ধা সহস্র সহস্র হতভাগিনীর সুললিত কণ্ঠধ্বনি সমুত্থিত হইয়া নবাব কর্ণে সুধাবর্ষণ করিত। কিন্তু এখন এই সকল প্রাসাদ নবাব শূন্য হইয়াছে! প্রাসাদের যে স্থান হইতে পূর্ব্বে সুললিত রমণী-কণ্ঠধ্বনি সমুত্থিত হইত, আজ সে সকল স্থান হইতে ইংরেজদিগের কামানের দুরুম, দুরুম এবং তরবারের ঝন্ ঝন্ শন্ শন্ শব্দ বিনির্গত হইতেছে। কিন্তু কামানের, তরবারের বীরদর্প চিরস্থায়ী নহে। কালের স্রোতে সে কামান এবং তরবারের শব্দও রমণীকুলের কণ্ঠধ্বনির ন্যায় বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায়।

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি গৃহ মধ্যে এখন ঘোর পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হইয়াছে। যে সুপ্রশস্থ এবং সুসজ্জিত গৃহে ইংরেজরেসিডেণ্ট দুইমাস পূর্ব্বে আমির, উমরা এবং রাজগণকে সাদরে গ্রহণ করিতেন, আজ সেই গৃহের স্থানে স্থানে চেয়ার, চৌকি, কৌচ, টেবিল, ঘৃতের কলসী, ময়দার বস্তা, চাউলের বস্তা এবং শত শত স্ত্রী পুরুষ এবং বালক বালিকা রোগশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। ভদ্রবংশ-জাত, সুশিক্ষিতা, নিরীহ প্রকৃতির ইংরেজ মহিলাগণ স্বীয় স্বীয় বর্ত্তমান কষ্টপ্রদ অবস্থা নিবন্ধন সন্তপ্ত চিত্তে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু দুই তিনটী সূর্পণখা সদৃশী ইংরেজকন্যা স্থানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে রাইডিং মাষ্টার এলড্রিজ (Riding master—Eldrige) সাহেবের পত্নীর সঙ্গে সার্জ্জন মেজর কিওগ সাহেবের(Sergeant Major

Keogh) সহধর্ম্মিনীর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এলড্রিজ এবং কিওগ প্রত্যেকেই আপন আপন স্ত্রীরপক্ষে সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। কিওগের অস্ত্রাঘাতে এলড্রিজ শমনভবনে গমন করিলেন। সার্ হেনরী লরেন্স কিওগকে এ পর্য্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখন লক্ষ্ণৌর নিকটবর্ত্তী চিনহাতে বিদ্রোহিদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে কিওগের বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে সৈন্যদল ভুক্ত করিলেন।

আজ সমস্ত দিবস সার হেনরী লরেন্স অন্যান্য প্রধান প্রধান সিবিল এবং সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া পরামর্শ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন —"সসৈন্যে চিনহাতে যাইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেই আত্মরক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে;—এদেশীয় নিগারদিগকে ভয় দেখাইলেই তাহারা পলায়ন করিবে।" কিন্তু আবার কেহ বলেন যে, এত অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভব রহিয়াছে। অবশেষে অধিকাংশের মতানুসারে বিদ্রোহিদিগকে চিনহাত যাইয়া আক্রমণ করাই স্থিরীকৃত হইল। স্বয়ং সার্ হেনরী লরেন্স সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন।

এই সকল বিষয় স্থির হইলে পর, অন্যান্য ইংরেজ অপরাহ্নে আহার করিতে চলিলেন। হেনরী লরেন্সের আর আহার করিবার অবকাশ নাই। কমিটি ভঙ্গ হইবামাত্র তাঁহার ভৃত্য গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিল—"হুজুর অবিনাশ বাবু আসিয়াছেন।

ভৃত্যের কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন—"তাঁহাকে আসিতে বল।"

ভৃত্য বাহিরে যাইয়া অবিনাশ বাবুকে সাহেবের প্রকোষ্ঠে যাইতে বলিল। তিনি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র, সার্ হেনরী লরেন্স জিজ্ঞাসা করিলেন—

"Aubinash, have brought that Cownpoor man? অবিনাশ, তুমি সেই কানপুরের লোকটীকে আনিয়াছ?"

"Yes, Sir. He is there, in the Verandah. হাঁ, মহাশয়, তিনি ঐ বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন।"

"What do you think of this man, Aubinash? He must be a peculiar sort of man—He can speak very fluently in English—But he calls himself a Jogi, a devotee. What is the matter With this man?—Have you been able to ascertain anything about him?"

"অবিনাশ তোমার এ লোকটার বিষয় কি মনে হয়? এ যে এক অদ্ভুত

লোক। ইংরেজীতে বেশ কথা বলিতে পারে। কিন্তু আবার যোগী বলিয়া আপন পরিচয় প্রদান করে। তুমি এ লোকটার বিষয় কিছু জানিতে পারিয়াছ?”

সার্ হেন্‌রী লরেন্সের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অবিনাশ বাবু সংক্ষেপে যোগিরাজের সমুদয় পূর্ব্ব বিবরণ তাঁহার নিকট বিবৃত করিতে লাগিলেন। যোগিরাজ প্রায় পনের মিনিট পর্য্যন্ত বাহিরের বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মিনিট পনের পরে, অবিনাশ বাবু বাহিরে আসিলেন এবং যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের প্রকোষ্ঠে আবার প্রবেশ করিলেন। সার্ হেনরী লরেন্স যোগিরাজকে দেখিবামাত্র ইংরাজীতে বলিলেন—“O, I see you are a Bengalee—you have been educated in the Hindu college at Calcutta. The Bengalees are very loyal to our Government. Please tell me freely what you have seen at Cawnpoor.” “আপনি বাঙ্গালী;—কলিকাতা হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছেন;—বাঙ্গালীদিগের আমাদের গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি আছে;—কানপুরে আপনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন সমুদয় অকপটে বলুন—”

সার্ হেন্‌রী লরেন্স কর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া, তিনি কানপুরের সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। আজিমউল্লা যে কানপুর হত্যার প্রধান চক্রান্তকারী এবং তাঁহার নিষ্ঠুরতানিবন্ধন যে কানপুরে বহুসংখ্য নরনারী এবং বালকবালিকা নিহত হইয়াছেন, তৎসমুদয় একে একে বলিলেন।

সার হেন্‌রী লরেন্স যোগিরাজকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—Why are the people so much disaffected with our Government? You know very well that since our occupation of this country, the religion of your countrymen has never been interfered with. You know that Aurungzebe in former times, and Hyder Ali in latter days, forcibly converted thousand and thousands of Hindus, desecrated their fanes, and demolished their temples. Runjeet Singh never permitted a Muezzin to sound from the lofty Minerets of Lahore. The year before last a Hindu could not have dared to build a temple in Lucknow. But all this is changed. You know also that there is no Government, not only in power and wealth but also in its Liberal Policy” „এ দেশের লোকেরা কেন আমাদের গবর্ণমেণ্টের প্রতি এতদূর অসন্তুষ্ট হইয়াছে? আপনি অবশ্য জানেন যে আমাদের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আমরা এ দেশীয়

লোকের ধর্ম্মাচরণে কখনও হস্তক্ষেপ করি নাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পূর্ব্বে আওরঙ্গজেব এবং ইদানীং হাইদর আলী বলপূর্ব্বক সহস্র সহস্র হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছেন, হিন্দুদিগের ধর্ম্মাশ্রম অপবিত্র করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দেব মন্দির ভূমিসাৎ করিয়াছেন,—আপনার অবিদিত নাই যে রণজিৎসিংহ মুসলমান মৌলবীদিগকে লাহোরের মস্‌জিদ হইতে প্রাতে ডাক নেমাজের চীৎকার করিতে দিতেন না। গত বর্ষের পূর্ব্বে এই লক্ষ্ণৌ নগরে কোন হিন্দু ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতে সাহসও করিতেন না। কিন্তু সে সকল অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর আপনারা কি দেখিতে পান না যে,ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যে কেবল শক্তি এবং সমৃদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম তাহা নহে; ইংরেজগবর্ণমেণ্টের রাজনীতিও অত্যন্ত উদার।"

সার হেন্‌রী লরেন্সের বাক্যাবসানে যোগিরাজ বলিলেন,—"Sir, that Liberal Policy of he English Government is not followed in India."—"মহাশয়, আপনাদের ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সে উদার রাজনীতি ভারতবর্ষে অবলম্বিত হয় নাই।"

"But did we ever interfere with your religion?" আমরা কি কখনও আপনাদের ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ করিয়াছি?"

"Sir Henery Lawrence, the real cause of this mutiny is not a panic-terror for religion. Its causes should be sought elsewhere—in the voluminous minutes and correspondence of the East India Company."—"সার হেন্‌রী লরেন্স, ধর্ম্ম বিনাশের আকস্মিক আশঙ্কা এই বিদ্রোহের মূল কারণ নহে। ইহার মূল কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাশি রাশি পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে ইহার মূল কারণ দেখিতে পাইবেন।"

"What, do you think, then, are the real causes of this sudden outbreak of mutiny"—"আপনি তবে এই আকস্মিক বিদ্রোহের মূল কারণ, কি মনে করেন?

"Sir this is not a sudden out-break. It has its origin in the Selfish Policy of the *East India Company*. *The Policy of Exclusion and Monopoly* has been the cause of great disaffection since your first occupation of the country, and the present outbreak, though apparantly sudden, is the inevitable consequence of that widespread disaffection."

"মহাশয়,বর্ত্তমান বিদ্রোহ আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে করিবেন না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবলম্বিত স্বার্থপর নীতি হইতেই এ বিদ্রোহ সমুদ্ভুত হইয়াছে। আপনারা দেশশুদ্ধ সমুদয় লোককে দেশের শাসন কার্য্য হইতে একেবারে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আপনাদের অবলম্বিত ঈদৃশ কুনীতিই ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে দেশীয় লোকের মনে ঘোর বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান বিদ্রোহ আপাততঃ আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এই ঘটনা যে প্রাগুক্ত দেশব্যাপী বিদ্বেষের অনিবার্য্য ফল তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

Do you think, that the natives, in their present state of intellect and morals, can be allowed to take a part in the administration of their country? Are they not steeped in ignorance, and imbued with all sorts of superstitious and wild notions? I have just been told by Aubinash, that some of the existing evils of the Hindu Society had become so unbearable to you that you thought it proper to forsake the Society of your countrymen. You should, therefore, at present, direct your entire attention and energy solely to the works of social and religious reforms, and leave politics in the hands of the trained Politicians of England.—আপনি কি মনে করেন যে হিন্দুদিগের বর্ত্তমান নৈতিক এবং মানসিক অবস্থায় তাহাদিগকে রাজ্য শাসন কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে? সমগ্র হিন্দুজাতি কি অজ্ঞান এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত নহে? আমি এইমাত্র অবিনাশের মুখে শুনিলাম যে, হিন্দু সমাজের কোন কোন প্রচলিত দুর্নীতি আপনার অসহ্য হইয়াছিল বলিয়া, আপনি একেবারে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনাদের উচিত যে আপনারা এখন কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ কেবল সমাজ এবং ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক বিষয়ের সমালোচনা ইংলণ্ডের শিক্ষিত নীতিবিশারদদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন।

"Sir, it is true—very true indeed—that the Indians are in a very degraded condition. But has there not been a systematic attempt, on the part of the Ruling classes, to perpetuate their degradation? Is not the absurdity and the inconsistency of your pretending to deplore their want of moral worth quite

apparent, when you studiously place them in a position in which honesty and moral courage would be a miracle? You advise us to employ our sole energy and attention to the works of social, moral and religious reforms. But in a country, in which dishonesty and treachery are rewarded: sycophancy, hypocrisy, meanness and cringe are applauded: cowardice and timidity are lauded; patriotism and public spirit are interdicted; all honourable feelings of independence are restrained and annihilated; any reforms—any progress—whether social, moral or religious—is utterly impossible."

"মহাশয়, আমি স্বীকার করি সমগ্র ভারতবাসী নিতান্ত পতিতাবস্থায় আছেন। কিন্তু আপনারা কি তাঁহাদিগের এই পতিতাবস্থা চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করেন না? ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর হাস্যাস্পদ কি হইতে পারে বলুন দেখি? যে অবস্থায় মানুষকে রাখিলে মানুষের মনে কখনও সাধুতা এবং সৎসাহসের সঞ্চার হয় না, আপনারা ভারতবাসীদিগকে চিরকাল তদ্রূপ অবস্থায় রাখিয়া, পরে, তাঁহাদিগের সাধুতার অভাব দর্শনে কপট বিলাপ এবং পরিতাপ করেন। সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে আপনি আমাদিগকে পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু যে দেশে অসাধুতা, এবং বিশ্বাসঘাতকতা পুরস্কৃত হয়, যে দেশে তোষামোদ, কপটাচরণ, নীচাশয়তা এবং আত্মহীনতা প্রশংসিত হয়; যে দেশে কাপুরুষতা এবং ভীরুতা সমাদৃত হয়; যে দেশে স্বদেশানুরাগ এবং সাধারণের মঙ্গলেচ্ছা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ; যে দেশে স্বাধীনতার ভাব অঙ্কুরিত হইবামাত্র সমূলে উৎপাটিত হয়; সে দেশে—কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, কোন প্রকার সংস্কার কার্য্য—কোন প্রকার উন্নতিই—সম্ভবপর নহে।"

"I am quite surprised to hear you say so. You say that the patriotism and public spirit of your countrymen are interdicted by our Government. Do you know, that twice I interceded on behalf of Shere Singh Attariwalla, and saved his life when Lord Dalhousie determined to put him to death? Did I not defend him on the ground that those who fight for the liberty of their country should not be hanged to death like a common culprit by a civilized Government? Did we not, in his case, reward the patriotism of our enemy, who aimed at our destruc-

tion? Would a Hindu or a Mahomedan Government treat their enemy with such leniency and respect? What are your countrymen now doing? Does not their present conduct betray cruelty and cowardice only. What has been done by Nana Shaheb and his disreputable counsellor Azimoollah? They have murdered even women and children. They have paid no regard even to age or sex. I am sorry to find that you Bengalees, though very loyal at heart, are always finding fault with our Government."—"আপনার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। আপনি বলিতেছেন যে,আপনাদের দেশীয় লোকের হৃদয়স্থিত স্বদেশানুরাগ এবং সাধারণের মঙ্গলেচ্ছা আমাদের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে। আপনি কি জানেন না যে, লর্ড ড্যালহৌসী সেরসিংহ আতারিওয়ালার প্রাণ বিনাশ করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলে, দুইবার আমি তাঁহার পক্ষসমর্থন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি? আমি তখন কি বলিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম? আমি স্পষ্টাক্ষরে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলাম যে, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যাঁহারা যুদ্ধ করেন, তাঁহাদিগকে সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট কখনও চোর কিম্বা দস্যুর ন্যায় দণ্ড প্রদান করেন না। যে শত্রু আমাদিগের বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল—এই ঘটনা উপলক্ষে কি আমরা সেই পরম শত্রুকে স্বদেশানুরাগের পুরস্কার প্রদান করি নাই? আপনাদের হিন্দু কিম্বা মুসলমান গবর্ণমেণ্ট কি শত্রুর প্রতি কখনও ঈদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন? শত্রুকে এইরূপ লঘু দণ্ড প্রদান করিয়াছে? আপনাদের দেশীয় লোকেরা এখন কি করিতেছেন? তাহাদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার কি জঘন্য নিষ্ঠুরতা এবং ভীরুতা প্রকাশ করিতেছে না? নানাসাহেব এবং তাহার সেই জঘন্য পরামর্শ দাতা আজিমউল্লা কি কাণ্ড করিতেছে? তাহারা নারী এবং বালকবালিকাদিগকেও সংহার করিয়াছে। তাহারা বয়স এবং জাতি সম্বন্ধে একটু বিচার করে নাই। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, বাঙ্গালীদিগের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ রাজভক্তি থাকিলেও তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদের গবর্ণমেণ্টের দোষ ধরিবার চেষ্টা করেন।"

"Excuse me Sir Henry if I have given you any offence I tell you all these things, in order to let you know the feelings of my countrymen towards your Government. There are good

grounds for their entertaining such feelings towards the Englishmen in India. Your reputation as a genuine Englishman and a true Christian is not unknown to me. But, unfortunately, all Englishmen in India are not like Sir Henry Lawrence. England has not sent even two Henry Lawrences in India. Freedom, Liberty and Independence, which are the shibboleth of the Englishmen, have lost their meaning with your countrymen here. The vast majority of your countrymen in India not only belie their religion, but belie their birth, belie their national character, when they endeavour to restrain the slightest show of independence in a native.

"Is it not true that the vast majority of your countrymen are deadly opposed to all national progress in India? Is it not true that the vast majority of the Englishmen in India try to keep us for ever in the most degraded condition. But this is not all that can be said against your Government.

"The East India Company's Government exercise a most demoralizing influence which is calculated to make this nation, mean, cowardly and utterly destitute of moral courage or public spirit.

"I am a Bengalee and have a greater experience of Bengal than that of any other part of the country. Almost in every District in Bengal I found that the greatest scoundrels, the most detestable sycophants, and the most dishonest men are alone the favourites and the confidential ministers of the European District officers. Does not this state of things tend to breed meanness in a nation?

"You stigmatise the whole nation as a race of cowards for the most detestable and heinous crime committed by Azimoollah and Nana. But Nana is a mere tool in the hands of Azimoollah. And Azimoollah is not an indigenous product of our country. Azimoollah is what your Government has made him. Men like Azimoollah generally enjoy the confidence and patronage of the Englishmen in India. These are the men whom you are very frequently making Rai Bahadurs, Nawab Bahadurs, or members of the Legislative Council. The worst

crimes, committed during this outbreak of mutiny, and the indiscriminate massacre of men, women and children, are being perpetrated by those men alone, who, ere this outbreak, had enjoyed the greatest confidence of your countrymen in India. You are now met by the foulest treachery in the very class you had been so long patronising. Your trusted weapons have proved worthless, or turned against you.

"Three years ago, I met a man at Jhansi. His name is Syed Ahammak. He is the brother-in-law of one Ahmed Hossein, Teshildar of Jhansi. These two brothers-in-law, though very treacherous, have been enjoying the full confidence and patronage of the English people at Jhansi. I can assure you that, if any mutiny ever break out at Jhansi, these brothers-in-law will be the first to raise their arms against you."

"সার্ হেনরী, আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাদের গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের দেশীয় লোকের মনের ভাব আপনার নিকট প্রকাশ করিবার জন্যই কেবল আমি এই সকল কথা বলিতেছি। ইংরেজদিগের প্রতি আমাদের দেশীয় লোকের মনের এইরূপ ভাবের সঞ্চার হইবার বিলক্ষণ কারণ রহিয়াছে। আপনার নিজের আচরণ যে প্রকৃত ইংরেজ সন্তান এবং প্রকৃত খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীর সদৃশ, তাহা আমি অপরিজ্ঞাত নহি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সমুদয় ইংরেজ সার্ হেনরী লরেন্সের ন্যায় সচ্চরিত্র নহে। ইংলণ্ড এদেশে দুইটী হেন্‌রী লরেন্সও প্রেরণ করেন নাই। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা এবং আত্মাবলম্বন ইংরেজদিগের জাতীয়ধর্ম্ম। কিন্তু এদেশে এই সকল শব্দ ইংরেজেরা একেবারে অর্থশূন্য করিয়া তুলিয়াছেন। আপনার স্বদেশীয় লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই যে কেবল খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অপলাপ করিতেছেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা এদেশীয় লোকের স্বাধীন প্রকৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ইংরেজ চরিত্র এবং ইংরেজ সন্তানের নাম পর্য্যন্তও লোপ করিতেছেন। ইহা কি সত্য নহে যে অধিকাংশ ইংরেজ এদেশীয় লোকদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরোধী? ইহা কি সত্য নহে যে, অধিকাংশ ইংরেজ এদেশীয় লোকদিগকে চিরকাল অবনতাবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করেন? কিন্তু আপনাদের গবর্ণমেণ্টের আরও শত শত দোষ রহিয়াছে।

"ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের আচরণ প্রভাবে এদেশীয় লোকেরা নিতান্ত নীচাশয়, ভীরু, এবং সৎসাহস শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।"

"আমি বাঙ্গালী, সুতরাং অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বঙ্গদেশের বিষয় আমার অধিকতর অভিজ্ঞতা আছে। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জিলাতেই আমি দেখিয়াছি যে, অত্যন্ত ঘৃণিত, নীচাশয়এবং অসচ্চরিত্র লোকেরাই কেবল জিলার মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রিয়পাত্র হইতেছেন। জিলার কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগের পরামর্শানুসারেই কার্য্য করেন। এইরূপ অবস্থা কি ঘোর নীচাশয়তার প্রশ্রয় প্রদান করে না?

"আপনি আজিমউল্লা এবং নানাসাহেবের জঘন্য ব্যবহার এবং ঘৃণিত অপরাধের উল্লেখ করিয়া সমুদয় জাতিকে কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিলেন। কিন্তু নানাসাহেব আজিমউল্লার হস্তের খেলনাস্বরূপ; আর আজিমউল্লা এদেশীয় লোকের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। আপনাদিগের গবর্ণমেণ্টের প্রভাবে লোক যদ্রূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, আজিমউল্লা তদনুরূপ প্রকৃতিই লাভ করিয়াছে। আজিমউল্লার ন্যায় লোকেরাই এদেশীয় ইংরেজদিগের বিশ্বাসভাজন এবং অনুগ্রহের পাত্র। এই প্রকার লোকদিগকেই আপনারা রায়বাহাদুর, নবাব বাহাদুর উপাধি প্রদান করিতেছেন, ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর নিয়োগ করিতেছেন। বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপলক্ষে যে সকল ঘৃণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে —বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপলক্ষে যে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা নিহত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই শুদ্ধ কেবল ঈদৃশ লোকের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহারা ইংরেজদিগের বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন, যে সকল লোকের প্রতি আপনারা বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারাই এখন আপনাদিগের বিরুদ্ধে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। আপনাদের বিশ্বাসী যন্ত্র এখন আপনাদিগেরই বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইতেছে।

"তিন বৎসর হইল ঝান্সীতে আমার সঙ্গে একটী লোকের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নাম সায়দআহম্মক। তিনি ঝান্সীর তহসিলদার আহম্মদহোসনের শ্যালক। ইহারা শালা ভগ্নীপতি দুই জন অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক হইলেও ঝান্সীর ইংরেজগণের ইহারা অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন এবং অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছেন। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, ঝান্সীতে কখনও বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে এই দুই জনই সর্ব্বাগ্রে আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন।"

যোগিরাজ এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র সার হেন্‌রী লরেন্স তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "Wait—wait. Aubinash, please bring the

Jhansi correspondence from Mr. Gubbin. I think I met therein the name "Ahmed Hossen"—"একটু অপেক্ষা করুন—"তৎপর আবার অবিনাশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অবিনাশ গাবিন সাহেবের নিকট হইতে ঝান্সীর কাগজ পত্র আন দেখি। বোধ হয় আহম্মদহোসেন নাম আমি সেই কাগজ পত্রের মধ্যে দেখিয়াছি।"

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে ঝান্সীর চিঠিপত্রের বাণ্ডিল অবিনাশ বাবুর সঙ্গেই ছিল। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সার হেন্‌রী লরেন্সের হস্তে সেই সকল কাগজ পত্র প্রদান করিলেন। সার হেন্‌রী লরেন্স কাপ্তান স্কটের পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন—

"Yes, the name of Ahmed Hossen Teshildar of Jhansi is distinctly mentioned in Captain Scotts', letter. He says—Ahmed Hossen, Teshildar of Jhansi, took a leading part in the massacre of Jhansi." But I do not find any mention of the name of Syed Ahammak." "হাঁ ঝান্সীর তহসিলদার আহম্মদ হোসেনের নাম কাপ্তান স্কটের পত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"ঝান্সীর তহসিলদার আহম্মদহোসেন হত্যাকাণ্ডের একজন প্রধান সাহায্যকারী।" কিন্তু সায়দ আহম্মকের নাম ত ইহাতে উল্লিখিত নাই।"

সার হেন্‌রী লরেন্সের বাক্যাবসানে যোগিরাজ আবার বলিতে লাগিলেন—

"Sir,I was not aware that mutiny had broken out at Jhansi. But this is what I expected long ago. Ahmed Hossen has been rewarded, for his treachery to his former master, by the Companys Government ; and now your own trusted weapon has turned against you. "মহাশয়, ঝান্সীতে যে বিদ্রোহ হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বে শুনি নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতে আমি মনে মনে যে আশঙ্কা করিতেছিলাম তাহাই হইল। আহম্মদহোসনের বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত তিনি ইংরেজদিগের কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আপনাদের সেই বিশ্বাসী অস্ত্র আপনাদের বিরুদ্ধেই সমুত্থিত হইয়াছে।"

"But I can not understand why the name of the other man whom you have mentioned, has been omitted in Captain Scotts' letter, if he also participated in the massacre of Jhansi, in con-

cert with his brother-in-law." হেন্‌রী লরেন্স বলিলেন—"আমি বুঝিতে পারি না, আপনার উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি সত্য সত্যই তাহার ভগ্নীপতির সঙ্গে একত্র হইয়া এই হত্যাকাণ্ডের সাহায্য করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার নাম কাপ্তেন স্কটের পত্রে পরিত্যক্ত হইবে কেন?"

"Syed Ahammak is a greater villain than his brother-in-law Ahmed hossen. I think if he had been at all at the bottom of the Jhansi conspiracy, he had been pulling the wire from behind the screen during the siege of Jhansi. He is so cunning that it would be extremely difficult either to connect his name with the murder of Jhansi or to bring his conduct to light. And I fear when you will succeed to quell this mutiny; and when these disaffected sepoys will be again rallied together, under the English banner, Syed Ahammak will come over to the English camp, with a coran in his hands, and preach to the Mussalmans that it is written in the Koran that the English are the only friends of the Mussalmans.

"Sir Henry, as I was going to tell you, when you interrupted me, your countrymen are doing incalculable mischief to the English Government in India by trying to suppress freedom of speech, and by finding fault with the Bengalees for their candid expression of opinion, relating to the variety of evils in your administration. The educated Bengalees, however clamourous you find them, are very loyal to the English Government—loyal to the back-bone. Your country-men generally discourage or condemn such free expression of opinion, and try their best to create among us a number of Syed Ahammaks. No doubt your Government has already produced a very large number of such Ahammaks, both amongst the Hindus as well as amongst the Mussalmans of our country. In the course of a few years, many of these Ahammacks might be made Nawabs Rajahs or C. I. E.; or they might be selected to represent the interest of their country in the Supreme Legislative Council? But, I assure you, a Syed Ahammak, or even if he is made Nawab Syed Ahmed, or Sir Syed Ahmed, will prove a veritable Azimoollah when

the English are in distress? and Azimoollah, whom you now call a most detestable coward, is nothing more or less than one of these Syed Ahammocks metamorphosed by the sight of your present distress.

"An educated Indian, be he a Hindu, a Mussalman, a Sheik or a Mahratta, will always look upon an English woman as his sister. He can easily appreciate, and he will never cease to admire and adore, the very high character generally displayed by the educated English ladies in India. He can never, never raise his arms against an English woman. But what more can you expect than in indiscriminate massacre of men, women and children, like the massacre of Cawnpoor, from an uneducated Mussalman like Azimoolla or Syed Ahammack, who believes that women have no soul, and who looks upon the English women as the vilest creatures on earth, in consequence of their freely associating with the opposite sex. These men who have no respect for English women, can very easily murder them.

"Sir Henry, the people of India, however degraded be their present condition, are not to be judged by the character and conduct of Azimoollah who, I have no doubt, is the most legitimate offspring and a necessary and inevitable fruit of the most misguided Policy of the Company's Government in India.

যোগিরাজ বলিলেন—"সায়দ আহম্মক তাঁহার ভগ্নীপতি আম্মদ হোসেন অপেক্ষাও অধিকতর ধূর্ত্ত। আমার বোধ হয় সায়দ আহম্মক্ ঝান্সী চক্রান্তের মধ্যে থাকিলেও, সে নিশ্চয়ই আত্মগোপন পূর্ব্বক সমুদয় কার্য্য করিয়াছে। সে যেরূপ শঠ, তাহাতে তাহাকে চক্রান্তকারী বলিয়া কাহারও ধৃত করিবার সাধ্য নাই; কিম্বা তাহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সাব্যস্ত করিবার সুবিধা হইবে না। আবার যখন আপনারা এই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন, কিম্বা এই বিদ্রোহিগণ আবার যখন আপনাদিগের বশীভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই সায়দ আহম্মক কোরাণ হস্তে করিয়া আপনাদিগের তাঁবুতে আসিবেন। তখন নিশ্চয়ই তিনি মুসলমানদিগের নিকট বলিবেন যে, ইংরেজেরা মুসলমানের বন্ধু বলিয়া কোরাণে উল্লিখিত হইয়াছে।

"সার হেনরী, আমি আমার মনোগতভাব আপনার নিকট প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে, আপনি তখন বাধা দিলেন। সুতরাং এখন পর্য্যন্তও সকল কথা আপনার নিকট বলিতে পারি নাই।

"আপনার স্বদেশীয় লোকেরা স্বাধীন সমালোচনা নিবারণের চেষ্টা করিয়া, এবং বাঙ্গালীরা আপনাদের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সরল ভাবে মতামত প্রকাশ করেন বলিয়া, তাঁহাদিগের দোষারোপ করিয়া, ইংরেজরাজত্বের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালিগণ আপনাদের গবর্ণমেণ্টের দোষারোপ করিলেও তাঁহাদের বিলক্ষণ রাজভক্তি রহিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজভক্তি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আপনাদের স্বদেশীয় লোকেরা স্বাধীন মতামত প্রকাশ অন্যায় মনে করিয়া শুদ্ধ কেবল এই দেশে সায়দআহম্মক্ সদৃশ এক দল লোক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনাদের গবর্ণমেণ্ট, হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আজপর্য্যন্ত অনেকানেক আহম্মক সৃষ্টিকরিয়াছেন। আর কয়েক বৎসর পরে, হয় ত আপনারা এই সকল আহম্মকদিগের মধ্যে, কাহাকেও নবাব, কাহাকেও রাজা—কাহাকেও সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করিবেন; কাহাকেও বা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বরের পদে নিয়োগ করিবেন। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, সায়দ আহম্মককে, নবাব সায়দ আহম্মদ, কিম্বা সার সায়দ আহম্মদ করিলেও, ইংরেজদিগের বিপদকালে তিনি আজিমউল্লার রূপ ধারণ করিবেন। আর এই আজিমউল্লাকে যে আপনি ঘৃণিত কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, আজিমউল্লা ইহার মধ্যের একটী সায়দ আমম্মকের রূপান্তর মাত্র। আপনাদের বর্ত্তমান বিপদ দর্শনে একটী সায়দআহম্মক রূপান্তরিত হইয়া আজিমউল্লা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

"এক জন শিক্ষিত ভারতসন্তান—হিন্দুই হউন—মুসলমানই হউন—শিখই হউন—কিম্বা মহারাষ্ট্রীয়ই হউন—সর্ব্বদাই ইংরেজরমণীদিগকে ভগ্নীর ন্যায় মনে করেন। তিনি শিক্ষিতা ইংরেজরমণীদিগের চরিত্র দর্শনে মোহিত হয়েন। শিক্ষিত ভারতসন্তান ইংরেজরমণীদিগের গাত্রে কখনও অস্ত্রবর্ষণ করিতে পারেন না। কিন্তু আজিমউল্লা কিম্বা সায়দ আহম্মকের ন্যায় অশিক্ষিত মুসলমান হইতে আপনারা কানপুরের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের ন্যায় নারীহত্যা ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করিতে পারেন? ইহারা বিশ্বাস করে যে, নারীজাতির আত্মা নাই। ইংরেজরমণীগণ অবরুদ্ধাবস্থায় থাকেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণিত ব্যভিচারিণী বলিয়া মনে করে। ইংরেজরমণীদিগের প্রতি ইহাদিগের কিঞ্চি-

ন্মাত্রও শ্রদ্ধার ভাব নাই। সুতরাং ইহারা অনায়াসে তাঁহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে।

"সার হেন্‌রী, ভারতবাসিগণ অত্যন্ত পতিতাবস্থাপন্ন হইলেও আজিমউল্লার আচরণ এবং চরিত্র দৃষ্টে তাঁহাদিগের আচরণ এবং চরিত্রের বিচার করা উচিত নহে। আজিমউল্লা আপনাদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবলম্বিত রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল"।

যোগিরাজের উপরোক্ত বাক্যাবসানে সার্ হেন্‌রী লরেন্স বলিলেন—"O, I see you are very much offended at my rating your countrymen by the blackest deeds committed by Azimoollah. Please excuse me. I know very well the character of the people of your country. When my brother Captain George Lawrence and his wife were taken prisoner by the Seiks,they were treated with great kindness and courtesy in the camp of our enemy" আমি আজিম উল্লার কুকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া আপনাদের দেশীয় লোকের ব্যবহারে দোষারোপ করিয়াছি বলিয়া আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি এদেশের লোকের চরিত্র এবং আচরণ বিলক্ষণ জানি। আমার ভ্রাতা কাপ্তান জর্জ লরেন্স এবং তাঁহার স্ত্রীকে শিখেরা যখন বন্দী করিলেন, তখন তাঁহাদিগের প্রতি শিখগণ অত্যন্ত শিষ্টাচার এবং ভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

সার্ হেন্‌রী লরেন্সের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই মেজর ফ্লিচর তাঁহার প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন, "Sir Henry, this man has saved the life of my daughter. He should be amply rewarded—What amount do you propose to reward him with. I will add to it a thousand Rupees more from my own pocket" সার্ হেন্‌রী এই লোকটী আমার কন্যার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। ইহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে। আপনি ইহাকে কত টাকা দিতে ইচ্ছা করেন? আমি ইহাকে আর এক হাজার টাকা নিজ হইতে দিব।"

সার্ হেন্‌রী লরেন্স বলিলেন, "I offered him two thousand Rupees. But he has declined to accept any reward. He says he is a Jogi, and has no need of money." আমি ইহাকে দুই সহস্র টাকা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম কিন্তু ইনি পুরস্কার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ইনি বলেন যে ইনি যোগী। ইহার অর্থের আবশ্যক নাই।"

ইহার পর স্বয়ং সার্ হেন্‌রী লরেন্স এবং মেজর ফ্লিচার যোগিরাজকে বার-ম্বার ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। যোগিরাজের ইন্দোরে যাইবার কথা পূর্ব্বেই সার্ হেন্‌রী লরেন্স অবিনাশ বাবুর মুখে শুনিয়াছিলেন। সার হেন্‌রী লরেন্স মনে করিলেন যে, তাঁহার ইন্দোরে প্রবেশ করিবার সময় ইন্দোরের ইংরেজগণ তাঁহাকে বিদ্রোহীদিগের গুপ্তচর বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিম্বা পথে ইংরেজসৈন্যগণ তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি স্বহস্তে একখণ্ড কাগজে লিখিলেন—"Anandasram Swami is a very great friend of the English—*H. M. Lawrence.*"

পরে এই কাগজখানি যোগিরাজের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক আবার ধন্যবাদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। যোগিরাজ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া অবিনাশের সঙ্গে একত্রে আবার তাঁহার বাসস্থানে চলিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

অবিনাশ যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিছু দূর গমন করিবার পর, রাস্তায় যোগিরাজ অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লক্ষ্ণৌ-নগরে ব্রাহ্মসমাজ আছে?"

"এখানে আবার ব্রাহ্মসমাজ? এখানে ব্রাহ্মসমাজ করিলেও তাহা স্থায়ী হয় না।"

"তোমরা এখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা কর না কেন?"

"না—ভাই, ওসব গোলমাল আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি। উহাতে কিছুই উপকার হয় না। কেবল দলাদলী এবং দ্বেষ হিংসার সূত্রপাত হয়। যেখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি, সেইখানেই একটা না একটা দলাদলী আরম্ভ হইয়াছে।"

"দলাদলী হয় বলিয়া কি সদনুষ্ঠানে বিরত থাকিবে?"

"ভাই, এ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সময় এখনও হয় নাই। এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ এখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের নামও শুনে নাই। আর ত্রিশ বৎসরের মধ্যেও এদেশে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবার আশা নাই।"

"সময় হয় নাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ত্রিশবৎসর কেন, এক-

শত বৎসরের মধ্যেও সে সময় উপস্থিত হইবে না। সময় আপনা হইতে আসিবে না। সময়কে আনিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সকল প্রদেশেই আমি অনেকানেক বাঙ্গালী দেখিতে পাই। বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিতে পারেন।”

“তুমি হয় ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীদিগের স্বভাব চরিত্র এখনও জানিতে পার নাই। এ অঞ্চলের বাঙ্গালীগণও এদেশীয় মেড়ুয়াবাদী দিগের ন্যায় কেবল অর্থসঞ্চয়েরই চেষ্টা করেন। দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও উৎসাহ দেখা যায় না।”

“অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা সকল দেশের লোকেরাই করেন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালিগণ কি কেবল দেশহিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতেছেন? অন্যে কি করে, না করে, সে বিষয় আমি তোমার নিকট কিছু শুনিতে চাই না। তুমি কখনও কি এখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছ?”

“করিয়াছি বই কি? কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কেবল আমারই অনিষ্ট হইয়াছে।”

“সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে যে, কখন কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। তোমার কি অনিষ্ট হইয়াছে?”

“লক্ষৌতে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া কেবল আমার অনিষ্ট কেন? তদ্দ্বারা লক্ষৌর অনেকানেক লোকের অনিষ্ট হইয়াছে। ভাই এপ্রদেশের অবস্থা তুমি কিছুই জান না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বেনারস, এলাহাবাদ এবং লক্ষৌ এই তিনটী সহরে অনেকানেক বাঙ্গালী আছেন। কিন্তু এই তিনটী নগরের বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে, তৎক্ষণাৎ সহরের অধিকাংশ বাঙ্গালী একত্র হইয়া, হয় একটা হরিসভা, নয় একটা হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্মসমাজের নাম করিবামাত্র একটা প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা তৎক্ষণাৎ সংস্থাপিত হয়। এবং এইরূপ একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সভা সংস্থাপিত হইলেই পরস্পরের মধ্যে ক্রমে দলাদলী বিবাদ কলহ এবং দ্বেষ হিংসা আরম্ভ হয়।”

“বঙ্গ দেশেও এই অবস্থা। কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবামাত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপন করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী সভা সংস্থাপিত হয় বলিয়া,তোমরা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিতে বিরত থাকিবে কেন?”

"ভাই, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণীসভা সংস্থাপিত হইলে পর, এই দুই সভার লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে এত বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এই সকল স্থানে দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী সভা সংস্থাপিত হইলেই মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়।"

"কিরূপ মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়?"

কিরূপ মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়, শুনিবে? গত বৎসর আমি, শ্রীগোপাল বাবু এবং এই স্থানের সাব-আসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন শ্যামলাল বাবু একত্র হইয়া এখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের উদ্যোগ করিলাম। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক শনিবার সায়ংকালে আমরা তিন জন এবং অপর চারি পাঁচটি বাঙ্গালী, শ্যামলাল বাবুর গৃহে সমবেত হইতাম। সেখানে আমি উপাসনার পুস্তক হইতে উপাসনা এবং তত্ত্ববোধিনী হইতে এক একটী উপদেশ কিম্বা প্রবন্ধ পাঠ করিতাম। পরে দুই একটী সঙ্গীত হইয়া আমাদের সভা ভঙ্গ হইত। সভা ভঙ্গ হইলে পর, আমরা সকলেই আপন আপন গৃহে চলিয়া যাইতাম। কিন্তু শ্রীগোপাল বাবুর পূর্ব্ব হইতে সুরাপান করিবার অভ্যাস আছে। তাঁহারা দুই জন এবং তাঁহাদিগের আর দশ বারটী সুরাপায়ী বন্ধু সমাজের উপাসনান্তে শ্যামলাল বাবুর সেই বৈঠক-খানায় বসিয়া সুরাপান এবং অন্যান্য প্রকারের আমোদ করিতেন। আমা-দের ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের তিন চারি সপ্তাহ পরেই, সমাজের প্রতি শ্যামলাল বাবুর সুরাপায়ী বন্ধুগণের একটু বিরক্তির ভাব উপস্থিত হইল। তাঁহারা সর্ব্ব-দাই আমাদিগকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। সমাজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে তাঁহারা প্রত্যেক শনিবার সায়ংকালের প্রারম্ভ হইতেই সুরাপান এবং তদনুষঙ্গিক কুৎ-সিৎ আমোদ প্রমোদ আরম্ভ করিতেন। কিন্তু সমাজসংস্থাপন নিবন্ধন তাঁহা-দিগের আমোদ প্রমোদে একটু বাধা পড়িল। রাত্রি সাড়ে আট ঘটীকার পূর্ব্বে আর আমোদ প্রমোদ করিবার সুযোগ পাইতেন না। এই জন্য সমাজের প্রতি তাঁহাদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ হইল। ক্রমে তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের মধ্যের কাহারও কাহারও বিবাদের সূত্রপাত হইল। আমাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মিত্রনামে একটী যুবক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র, কিন্তু বড় মুখর। এক দিন ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনার পর রাজকৃষ্ণের সঙ্গে শ্যামলাল বাবুর দুই তিনটী সুরাপায়ী বন্ধুর অত্যন্ত বিবাদ হইল। রাজকৃষ্ণ তখন তাহাদিগের একটা মাতালকে সজোরে পদাঘাত করিলেন। রাজকৃষ্ণের ঈদৃশ আচরণ দর্শনে শ্যামলাল এবং শ্রীগোপাল উভয়েই রাজকৃষ্ণের উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন, এবং ব্রাহ্ম

সমাজ একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি তাঁহার সঙ্গিগণকে লইয়া আমার গৃহে সমাজের কার্য্য করিতে লাগিলেন; শ্যামলাল তাহাতে আমার উপরও চটিয়া গেলেন। শ্যামলালের কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই। তাঁহার কেবল সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা, সেই জন্য তিনি সকল প্রকার কার্য্যেই প্রথম উৎসাহ প্রকাশ করেন। স্থানীয় লোকদিগকে আপন করতলস্থ রাখিবার জন্য তিনি সকল সমাজেরই নেতা হইতে চেষ্টা করেন। রাজকৃষ্ণ মিত্র তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমার গৃহে সমাজ সংস্থাপন করিলে পর, শ্যামলাল আমার এবং রাজকৃষ্ণ উভয়েরই অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! কয়েকদিন পরে তিনি তাঁহার সুরাপায়ী বন্ধুদিগকে লইয়া হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপন করিলেন। তিনি নিজে সেই সভার সভাপতি হইলেন। লক্ষৌর প্রায় সমুদয় লোক তাঁহার হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য হইলেন। ইহাতে তাঁহার ডাক্তারি ব্যবসারও বিলক্ষণ উন্নতি হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত বিরোধী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুদিগের অভক্ষ্য জিনিস আহার করেন বলিয়া পূর্ব্বে হিন্দুগণ তাঁহার প্রতি একটু বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি হইবামাত্র সমুদয় অশিক্ষিত হিন্দু নিরন্তর তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শ্যামলাল বাবু একটা প্রকাণ্ড দেশহিতৈষী হইয়া পড়িলেন।

"লক্ষৌতে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপন হইয়াছে শুনিয়া কয়েক দিন পরে, বেনারস হইতে শ্রীরামপ্রসন্ন সেন নামে একটা লোক এখানে আসিল। সে লোকটা বড় চালাক। শুনিয়াছি সে পূর্ব্বে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিত, পরে কি এক ঘটনা উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের সঙ্গে তাহার বিবাদ হয়। তখন সে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক বা পরিব্রাজক বলিয়া আপন পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বঙ্গ বেহার এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেকানেক ধনী লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। প্রায় সত্তর পঁচাত্তর হাজার টাকা এইরূপে সংগ্রহ করিয়া পরে সে বেনারসে একটা প্রকাণ্ড হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপন করিয়াছে।

"গত বৎসর সে এখানে আসিয়াই শ্যামলাল বাবুর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা একেবারে জাঁকাইয়া দিল। এদিকে রাজকৃষ্ণ ফায়েজাবাদের ডিপুটী কমিশনারের হেড্ ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হইয়া এই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজকৃষ্ণের এই স্থান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্রাহ্মসমাজ একেবারে উঠিয়া গেল। আমি পরে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে,ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে যাইয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কিছু সুবিধা করিতে পারিলাম না। শুদ্ধ কেবল লক্ষ্ণৌতে একটা হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপনের পথ খুলিয়া দিলাম। এবং পরিণামে তদ্দ্বারা কেবল নানা প্রকার দলাদলীর সূত্রপাত হইল।

"ভাই, এখন এ অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা করিলে তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না। কেবল মারামারি, কাটাকাটি এবং দলাদলীর সূত্রপাত হয়। সুতরাং আমি ও সকল একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি।

"এই ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে কি মজার কাণ্ড হইল,দেখ দেখি। প্রথম শ্যামলাল বাবুই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বাড়ীতেই প্রথম সমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পরে আমার বাড়ীতে রাজকৃষ্ণ সমাজের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, শ্যামলাল বাবু তখন হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি হইয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।"

"তুমি সমাজচ্যুত হইলে না কেন? আমি ত সমাজচ্যুত হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। যাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে সে কি আর এই হিন্দু সমাজে থাকিতে পারে?"

"ভাই, আমিত আর তোমার ন্যায় একেবারে গৃহত্যাগী হইতে পারি নাই। শ্যামলাল আমাকে সমাজচ্যুত করিতে উদ্যত হইলে পর, আমার শ্বশুর সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বেনারস হইতে এখানে আসিলেন। তাঁহার অনুরোধে শ্যামলালের সঙ্গে আমাকে আবার মিল করিতে হইল। অগত্যা শেষে ব্রাহ্মধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, শ্যামলালের হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য হইতে হইল।"

যোগিরাজ অবিনাশের এই শেষোক্ত কথা শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে "দেশের কি ভয়ানক অবস্থা। এদেশে একটা মানুষেরও কিঞ্চিন্মাত্র মনুষ্যত্ব নাই; একটা লোকেরও আত্মা নাই; সত্যানুরাগ নাই—তেজ নাই—কিম্বা একটু সৎসাহস নাই। এই লোকটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে যাইয়া পরে, সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য হইয়াছে।"

যোগিরাজকে অন্যমনস্ক দেখিয়া অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চিন্তা করিতেছ? আমি হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য হইয়াছি বলিয়া তোমার মনে কষ্ট হইতেছে?"

যোগিরাজ অবিনাশের কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না।

অবিনাশ আবার বলিলেন—"একেবারে যে নির্ব্বাক হইয়া রহিলে ?"

এবারও যোগিরাজ কোন উত্তর করিলেন না। অবিনাশের কাপুরুষতা দর্শনে তাঁহার হৃদয় যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যমনা হইয়া তিনি এখনও চিন্তা করিতেছিলেন।

অবিনাশ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার গাত্রে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন—"কি হে—তুমি যে কথা বলিতেছ না।"

যোগিরাজ অবিনাশের সঙ্গে এখন আর যে কি কথা বলিবেন তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সুতরাং অন্যমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার শ্বশুর কি এখন বেনারসে থাকেন ? নদীয়া জিলার অন্তর্গত ঢুলো তাঁহার বাড়ী নহে ?

"তুমি আমার কোন্ শ্বশুরের কথা বলিতেছ ? সে ঢুলোর শ্বশুরের সঙ্গে এখন আমার কোন সম্পর্ক নাই।"

"তবে কি তুমি আবার একটা বিবাহ করিয়াছ ? তোমার পূর্ব্বের স্ত্রী এখন কোথায় আছেন ?"

"বিবাহ না করিয়া কি করি ? তুমি কি পূর্ব্বের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছ ? তুমিইত তখন আমার শ্বশুরকে ছাগলদাস নাম দিয়াছিলে। তাঁহার কার্য্য-কলাপ ত সকলই জান।"

"তোমার সে স্ত্রী কি কিছুতেই পিত্রালয় ত্যাগকরিতে সম্মতা হইল না ?"

"সে সময় তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র দশ বৎসর। তখন তাঁহার সম্মতি অসম্মতিতে কিছু এসে যায় নাই। সে ঘটনা উপলক্ষে আমার সে স্ত্রীকে আমি দোষ দিতে পারি না। তখন তাঁহার পিতা এবং খুড়াই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। ঢুলোর মুখুজ্যেরা কখনও তাঁহাদিগের কন্যাদিগকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করেন না। কন্যা-দিগের বিবাহের পর, তাঁহারা জামাতাকে আপন বাড়ীতে গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেন। তাঁহাদের জামাতাদিগকে চিরকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হয়। কিন্তু স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ী বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। কাজে কাজেই সে স্ত্রীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল।"

"তোমার স্ত্রীর বয়োপ্রাপ্তির পর, তিনি তাঁহার পিতা এবং আত্মীয় স্বজ-নের নিষেধ না শুনিলেই পারিতেন। তিনি বুদ্ধিমতী হইলে পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও তোমার সঙ্গিনী হইতেন।"

"অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক, তাহাদিগের কি আর ততদূর বুদ্ধি আছে। বিশেষতঃ জমিদারের মেয়ে,গরিব স্বামীর প্রতি তাহাদের কখনও ভালবাসার সঞ্চার হয় না।

"তবে তুমি কি তোমার সে স্ত্রীকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছ? তাঁহাকে আর গ্রহণ করিবে না?"

"হাঁ, তাঁহাকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি। তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিলে কি আবার বিবাহ করিতাম?"

"অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ। তোমার স্ত্রীর অপরাধ কি? তাঁহার কুসংস্কারাপন্ন পিতামাতা তাঁহাকে তোমার বাড়ী প্রেরণ করেন নাই। তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি যদি তোমার নিকট আসিতে সম্মতা হয়েন, তবে তখন তাঁহাকে কি বলিয়া পরিত্যাগ করিবে?"

"ভাই, তুমি শাস্ত্রে পণ্ডিত। কিন্তু এসংসারের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে তুমি বড় আহাম্মক। বাল্যকাল হইতেই তুমি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। তাই তোমার মনে হয় যে, পৃথিবীর সকল লোকই তোমার ন্যায় জিতেন্দ্রিয়। আমার সে স্ত্রী কি আমার আশায় বসিয়া আছেন নাকি?"

"ভাই, তুমি চুপ কর, আমি তোমার ও সকল কথা শুনিতে চাই না। অনর্থক তুমি একটী ভদ্র মহিলার নিন্দা করিতেছ। একে ত বাঙ্গালীর চক্ষু খারাপ, মন খারাপ, তাহাতে আবার তুমি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছ। সুতরাং এখন প্রথম স্ত্রীর চরিত্রে দোষ দিতে না পারিলে আর আত্মসমর্থনের উপায় নাই।"

"তুমি আমাকে এতই জঘন্য মনে কর যে, আমি কেবল নিজের দোষ কাটাইবার উদ্দেশ্যে মিছামিছি আমার প্রথম স্ত্রীর নামে অপবাদ প্রচার করিতেছি?"

"তাহা মনে করি বই কি? কেবল তুমি কেন? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এইরূপ জঘন্য প্রকৃতি। তাঁহারা কোন স্ত্রীলোকের নামে মিথ্যা অপবাদ শ্রবণ করিলে তাহা বেদবাক্য স্বরূপ সত্য বলিয়া মনে করেন। আমার সহোদরা বসন্তকুমারী সীতার ন্যায় সচ্চরিত্রা ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা হইবামাত্র সকলেই তাহা বিশ্বাস করিল।"

অবিনাশ যোগিরাজের এই শেষোক্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"ভাই, আমি অস্বীকার করিনা যে, হিন্দুসমাজের লোকেরা সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ শ্রবণ করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার

মনে বড় কষ্ট হইতেছে যে, তুমি আমাকে জঘন্য মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিতেছ।”

“তুমি যে ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু আমার বোধ হয় তোমার প্রথম স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে তোমার অত্যন্ত ভ্রম হইয়াছে।

“ভাই, সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থায় তোমার নিকট মনের একটী কথাও গোপন করি নাই। তখন তুমিও তোমার মনের সকল কথা আমার নিকট বলিতে; আমিও তোমার নিকট মনের সকল কথা অকপটে প্রকাশ করিতাম। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিবার পর, বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানুষের কপটতা একটু একটু বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন আর বন্ধুর নিকটও মনের সকল কথা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয় না। সেই বয়োবৃদ্ধি-সুলভ কপটতা এ পর্য্যন্ত আমাকে তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিতে বাধা দিয়াছে; আমার প্রথম স্ত্রীর সম্বন্ধীয় সকল কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিলে আমার মনে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমার নিকট এখন বাধ্য হইয়া সকল কথা প্রকাশ করিতে হইল। আমার বঙ্গদেশ পরিত্যাগের পর, বিগত বার বৎসরের মধ্যে আমি আর কখনও বঙ্গদেশে যাই নাই। অন্যূন বিগত ষোল বৎসরের মধ্যে আমার সে স্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এ জীবনে বিবাহের সময়মাত্র একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। * *

* * * * * * *

আমার শ্বশুর আমার সেই স্ত্রীর গর্ভজাত বড় কন্যাটীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া, বিবাহোপলক্ষে আমাকে স্বদেশে যাইবার নিমিত্ত বারম্বার পত্র লিখিয়াছেন। বলদেখি ভাই, কি জঘন্য ব্যবহার! আমি কি সাধে আপন কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া, বেনারসের কেশে ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়াছি। আর তুমি মনে করিতেছ যে আমি অনর্থক প্রথম স্ত্রীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়া দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিয়াছি। ঢুলোর মুখুজ্যা এবং শান্তিপুরের——দের ঘরের কথা শুনিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে।”

অবিনাশের কথা শুনিয়া যোগিরাজ একেবারে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্য নাই। কিছুকাল নির্ব্বাক থাকিয়া তিনি বলিলেন,— “শান্তিপুর এবং ঢুলো গ্রামের লোকেরা কি জানেন না যে, তুমি বিগত বার

বৎসর যাবৎ লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করিতেছ ? তোমার শ্বশুর অত্যন্ত ধনাঢ্য লোক বলিয়া হয় ত কেহ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি লোক লজ্জা এড়াইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করেন ?"

"ভাই, আমাদের কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা বোধ হয় না। যদি লজ্জাই বোধ হইত, তবে কি আমার শ্বশুর আমাকে সেই স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যার বিবাহোপলক্ষে দেশে যাইতে অনুরোধ করিতেন। প্রায় সমুদয় কুলীন ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যেই দিন দিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এইরূপ কুকাণ্ড ঘটিতেছে। সুতরাং এখন আর ঈদৃশ ব্যভিচার কেহই লজ্জাস্কর মনে করেন না। এবং এইরূপ কুকার্য্যের জন্য কেহ কাহাকেও সমাজচ্যুত করেন না।"

যোগিরাজ অবিনাশ বাবুর এই কথা শুনিয়াই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—"হিন্দু সমাজের লোকেরা ঈদৃশ ব্যভিচারের স্রোত নিবারণার্থে কিছুই করেন না। তাঁহারা কেবল নিরপরাধিনী বসন্তকুমারীর ন্যায় দুঃখিনীদিগেরই যম।

অবিনাশ বলিলেন—"ভাই বসন্তকুমারীর প্রতি তাঁহাদিগের তদ্রূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার হইবার ত বিলক্ষণ কারণ রহিয়াছে। তুমি যে বলিয়াছ হিন্দু সমাজের লোকের দৃষ্টি কলুষিত, তাহা ঠিক। হিন্দুসমাজের মধ্যে যেরূপ ভয়ানক ব্যভিচারের স্রোত চলিতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের নামে একটা অপবাদ প্রচার হইলেই তাঁহারা তাহা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করেন। কাজেকাজেই নিরপরাধিনী বসন্তকুমারীর প্রতি তদ্রূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইয়াছে। বিশেষতঃ বসন্তকুমারীকে তাহারা প্রকাশ্য রাস্তায় দেখিতে পাইয়াছে। হিন্দুসমাজের লোকেরা এখন বিধবাদিগকে এবং বিবাহিতা কি অতিবাহিতা কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলে—"যাহা হয় ঘরে বসিয়া কর, লোক জানাজানি না হইলেই হইল।"

যোগিরাজ বলিলেন—"লোক জানাজানি হওয়া কি বাকী থাকে ? তোমার লক্ষ্ণৌ অবস্থানকালে যে, তোমার পূর্ব্ব স্ত্রীর পাঁচ ছয়টী সন্তান জন্মিয়াছে তাহা কি আর শান্তিপুর, নবদ্বীপ এবং ঢুলো গ্রামের লোকেরা জানিতে পারেন নাই ?"

"ভাই লোকের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার জন্য এ বিষয়ে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিবিধ আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু সে কৌশল কেবল আপন মনভুলান মাত্র। লোকের কিছুই বুঝিবার বাকী থাকে না।"

অবিনাশ বাবুর এই সকল কথা শুনিয়া যোগিরাজের কোমল হৃদয় যার-পর নাই ব্যথিত হইল। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"হায়! হায়! আমাদের দেশ একেবারে নরক সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। যে ভারতভূমি নারী-জাতির পবিত্রাচরণ এবং সদনুষ্ঠান দ্বারা এক সময় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল—যে হিন্দু সমাজে কোটী কোটী সীতা এবং সাবিত্রী জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই দেশ এবং সেই জাতির বক্ষের উপর দিয়া এই জঘন্য ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবিনাশবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এবং চারি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গৃহের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। গৃহের প্রাঙ্গনে পৌঁছিবামাত্র যোগিরাজের চিন্তার স্রোত স্থগিত হইল। তখন তিনি অবিনাশকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"অবিনাশ, হিন্দু সমাজ একে-বারে অধঃপাতে গিয়াছে। এখন আর সমাজপ্রচলিত আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলে এ ব্যভিচারের স্রোত কিছুতেই নিবারিত হইবে না।"

যোগিরাজের মুখ হইতে এই কথা কয়েকটী বিনির্গত হইবামাত্র অবিনাশ বাবুর গৃহের বারেন্দা হইতে একটী ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয় হিন্দু সমাজের অধঃপতন নহে—হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আজ বক্তৃতা হইবে।"

অবিনাশবাবুর গৃহের বারেন্দায় যে একজন লোক বসিয়া রহিয়াছেন তাহা অবিনাশবাবু কিম্বা যোগিরাজ এ পর্য্যন্ত দেখিতে পায়েন নাই। ভদ্র লোকটী কথা বলিয়া উঠিলেই তাঁহার প্রতি ইহাদিগের দুই জনের দৃষ্টি পড়িল। অবি-নাশ গৃহের বারেন্দায় পদার্পণ করিবামাত্র ভদ্র লোকটী আবার বলিলেন,—"অবিনাশ তোমার জন্য আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া রহিয়াছি। এখন শীঘ্র শীঘ্র কাপড় ছেড়ে চল,আজ আবার সাড়ে সাতটার সময় সেই পাগলের বক্তৃতা আছে।"

অবিনাশ ভদ্র লোকটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বস—আমি এখ-নই কাপড় ছেড়ে আসিতেছি।"

এই বলিয়াই তিনি যোগিরাজকে সঙ্গেকরিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং যোগিরাজের কাণের নিকট মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন—

—"তোমার নিকট রাস্তায় যে শ্রীগোপালবাবুর নাম করিয়াছি—ইনিই সেই শ্রীগোপাল বাবু। কমিসেরিয়েট আফিসের হেড ক্লার্ক। ভাই,আজ আবার

শ্যামলাল বাবুর বাড়ীতে আমাদের একটা ডিনার পার্টী আছে। অনেক মাতাল সেখানে জুটিবে। আমারও সেখানে নিমন্ত্রণ আছে। কিন্তু বড় দায়ে ঠেকিয়াছি। তোমাকে একাকী বাড়ীতে রাখিয়া আমার ডিনার পার্টীতে যাইতে ইচ্ছা হয় না। আর তোমার নিকট যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক শ্রীরামপ্রসন্ন সেনের কথা বলিয়াছি, সে আবার পনের দিন হইল এখানে আসিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে সে বলরামপুরের রাজার নিকট গিয়াছিল। রাজা পাঁচহাজার টাকা দিয়াছেন। সম্প্রতি বলরামপুর হইতে এখানে আসিতেছে। চতুর্দ্দিকে এখন লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। টাকা সঙ্গে করিয়া কাশীতে একাকী যাইতে সাহস করেন না; তাই দায়ে ঠেকিয়া এখানে রহিয়াছেন। আজ সে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করিবে। আমি আজ আর কোথাও যাইব না। তোমার সঙ্গে বাড়ী বসিয়া নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলিব। শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া ওকে এখন বিদায় দিব। তুমি ঘরের মধ্যে বসিয়া থাক।"

যোগিরাজ বলিলেন—"বা! অনর্থক একটা মিথ্যা কথা বলিবে কেন? ওকে স্পষ্ট করিয়া বলনা যে, আজ তুমি যাইতে পারিবে না।"

"আস্তে বল—আস্তে বল—আমি ওদের কয়েক জনকে বড় ভয় করি। আমি প্রায়ই ওদের পার্টিতে যাই না। তাহাতে ওরা সকলেই আমার উপর একটু চটিয়াছে। ওদের পার্টিতে গেলেই একটু মদ খেতে হয়। আমার স্ত্রী তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে তাঁহার পিতা আসিয়া বেনারসে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতেই অদ্যকার পার্টীতে যাইব বলিয়া আমি পূর্ব্বে শ্যামলালের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম।"

"প্রতিশ্রুত হইয়া থাক ত যাও। আমি তোমার এখানে আহার করিয়া শুইয়া থাকিব। অল্প রাত্র থাকিতে চলিয়া যাইব।"

"না—হে—না—তোমাকে আজ আমি কখনও বিদায় দিতে পারি না। দুই তিন মাস তোমাকে আমার এখানে থাকিতে হইবে। তুমি সন্ন্যাসী। তোমার ত আর কোথাও কাজ কর্ম্ম নাই। ইতিপূর্ব্বে তোমার কথা সর্ব্বদাই আমার স্ত্রীর নিকট বলিতাম। তুমি যে পাঠ্যাবস্থায় আমাকে সর্ব্বদা সৎপথে পরিচালন করিতে চেষ্টা করিতে তাহা শুনিয়া আমার স্ত্রী সর্ব্বদাই তোমার প্রশংসা করেন। তিনি আমাকে বলেন—"এইরূপ বন্ধুর নিকট তোমাকে যেতে দিতে পারি। শ্যামলালবাবুর দলে তোমাকে মিশিতে দিব না।" আজ তিনি এখানে থাকিলে

তোমাকে দেখিয়া যে কত সন্তুষ্ট হইতেন তাহা বলিতে পারি না। একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিতে হইবে।”

“এ যাত্রা তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে কাপড় ছেড়ে সেই পার্টীতে যাও। আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমি প্রায়ই নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করি।”

“না—না, আমি আজ পার্টীতে যাইব না। ওকে এখনই বিদায় দিব। আজ কি আর তোমাকে ছাড়িয়া পার্টীতে যাইতে পারি ?”

অবিনাশ বাবুর প্রাগুক্ত কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই বারেন্দা হইতে শ্রীগোপাল বাবু বলিয়া উঠিলেন “ওহে অবিনাশ, তোমার কাপড় ছাড়িতে কত সময় লাগে ?

অবিনাশ বলিলেন, “একটু বস—শ্রীগোপাল বাবু—”

এই বলিয়া অবিনাশ তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া বারেন্দায় গেলেন। যোগি-রাজ গৃহের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। শ্রীগোপাল অবিনাশকে দেখিয়া বলিলেন— “এ বাবাজিকে পাইলে কোথায় ?—বাবাজিকে যে ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিলে। বাবাজি বোধ হয় ডিটেক্‌টিব ডিপার্টমেণ্টের লোক হইবেন—তোমাদের ইণ্টেলিজেন্‌স ডিপার্টমেণ্টের (সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ) গুপ্তচর স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন। নতুবা এত অল্প বয়সে কি লোক বাবাজি হইতে পারে। বাবাজির চেহারাটী বড় সুন্দর। বাবাজিকে ঠিক একটী রাজপুত্রের ন্যায় দেখাইতেছে।”

অবিনাশ বলিলেন—“ওসব কথা এখন ছেড়ে দেও—কাজের কথা বল। বাবাজি, কে, তাহা শুনিয়া তুমি কি করিবে ?”

“ভাই, আমরা কি আর কিছু বুঝিতে পারি না। বাবাজিকে সঙ্গে করিয়া তুমি যে লরেন্স সাহেবের কাছে গিয়াছিলে। যাউক, সে বাবাজির কথায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। এখন তুমি চল। শ্যামলাল বাবু তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।”

“আমি আজ নিশ্চয়ই যাইব বলিয়া শ্যামলালের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি। আজ আমার একেবারেই যাইবার সম্ভব নাই। শ্যামলাল হয় ত আমার উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইবেন।”

“যাইতে পারিবে না কেন ?”

“ভাই আজ কাজে বড় ব্যস্ত আছি। এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেসিডেন্সী হইতে আমার নিকট হুকুম আসিতে থাকিবে। আর সেই সকল হুকুম

অনুসারে আমাকে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অন্তকার অবস্থা হয় ত তুমি জান না। কিন্তু আমি গোপনে তোমার নিকট বলিতেছি, সাবধান কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। কল্য প্রাতেই বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য এখান হইতে জেনারেল (General Hase) সসৈন্যে চিনহাতে প্রেরিত হইবেন। দেখিতে পাওনাই আজ সমস্ত দিবস কেবল কামান পরীক্ষা করিতেছে। সর্ব্বদাই কেবল হুকুম হুকুম শব্দ হইতেছে। এই অবস্থায় আমি বাড়ী হইতে কোথাও যাইতে পারি না।"

কাল যে চিনহাতে সৈন্য প্রেরিত হইবে তাহা আমিও জানি। আমাদের কমিসেরিয়েট ডিপার্টমেন্টেও হুকুম গিয়াছে।"

"তবে ত তুমি সকলই জান। আমার আজ আর কোথাও যাইবার সাধ্য নাই। যে জন্য আমি আজ যাইতে পারিলাম না, তাহা শ্যামলালকে বুঝাইয়া বলিবে। শ্যামলাল হয় ত অনর্থক আমার উপর চটিবেন।"

"না—সরকারী কাজের জন্য যাইতে পারিলে না, তাহাতে চটিবেন কেন?" তবে সেই কেশে বামনের মেয়ের ভয়ে যে, তুমি আমাদের সঙ্গে মিশিতে চাওনা, সেই জন্য ভাই সকলেই তোমার উপর চটা। কেশে বামনের মেয়ের গোলাম হইয়া পড়িয়াছ। শ্যামলাল বাবু কি অনর্থক কাহার উপর চটে? লক্ষ্ণৌতে শ্যামলালের ন্যায় কয়টা লোক আছে? কেবল লক্ষ্ণৌতে কেন? ভারতবর্ষে শ্যামলালের ন্যায় মহৎ লোক কয়টা আছে? পাঁচ ডজন সাম্পেন শ্যামলালের মাসে খরচ হয়। এত সাম্পেন যে খায়, সে কি আর মন্দ লোক হইতে পারে?"

শ্যামলাল বাবুর এইরূপ গুণানুকীর্ত্তন করিয়াই শ্রীগোপালবাবু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি গৃহের বাহির হইবার পরে, প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত গমন করিয়াই আবার অবিনাশ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—"অবিনাশ, তুমি ত পার্টিতে যাইবে না। কিন্তু একটা কাজ করিতে পারিবে?"

"কি কাজ?"

"শ্রীরাম প্রসন্নের বক্তৃতা শুনিতে এখন আর একেবারেই লোক জুটে না। এ বিদ্রোহের গোলমালে, কে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিবে? আজ শ্যামলাল বাবুর ওখানে পার্টি হইবে বলিয়া আমাদের এই মহল্লায় আমার বাড়ীতে তাঁহার বক্তৃতা হইবে। তুমি রাত্রে একবার বেড়াতে বেড়াতে সেখানে যাইতে পারিবে? আমাকে এবং শ্যামলালবাবুকে তাঁহার বক্তৃতার সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য সে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছে। আজ নাকি সে উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা

করিবে। কিন্তু আমাদের পার্টী শেষ না হইলে আর আমরা যাইতে পারিব না।

"আমাদের এ পাড়াতে তোমার বাড়ীতে বক্তৃতা হইলে আমি যাইতে পারিব।"

"তবে তুমি নিশ্চয়ই যাইবে। তাহার বক্তৃতা শুনিতে লোক আসে না বলিয়া সে বড় আক্ষেপ করে।"

এই বলিয়া শ্রীগোপালবাবু চলিয়া গেলেন। অবিনাশবাবু পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক যোগিরাজের নিকট বলিলেন—"ভাই আপদ বিদায় করিয়াছি। ওদের পার্টীতে গেলেই একটু মদ খেতে হয়।"

যোগিরাজ বলিলেন—"যদি মদ খাওয়া অন্যায় মনেকর, তবে ইহাদিগের সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ কর না কেন ?"

"ইহাদিগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে কেশে ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়াছি বলিয়া ইহারা আমাকে সমাজচ্যুত করিবে।"

"এইরূপ কুসংসর্গ পরিহার পূর্ব্বক সমাজচ্যুত হইয়া থাকাই ভাল। ইহাদিগের সমাজে না থাকিলে তোমার কি ক্ষতি হইবে ?"

"ভাই, আমার স্ত্রীও তাহাই বলেন। তিনি আমাকে সর্ব্বদাই ইহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমার শ্বশুর কেশে ব্রাহ্মণের দলে উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং তিনি আমাকে ইহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে অনুরোধ করেন।"

"তোমার শ্বশুরও কি কেশে ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়া কেশে বামণের দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন ?"

"না-না,—আমার শ্বশুর বর্দ্ধমানের অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণপরিবারের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে কেশে ব্রাহ্মণ। তিনি কেশে ব্রাহ্মণের দল পরিহারপূর্ব্বক আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণের দলভুক্ত হইবার জন্যই নিজে বর্দ্ধমানের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণপরিবারের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। আবার তাঁহার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়াছেন। কেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে তিনি বড়ই লজ্জা বোধ করেন।"

"আমিও কাশীতে অবস্থান কালে কেশে ব্রাহ্মণ কথাটা অনেকবার শুনিয়াছি। কেশে ব্রাহ্মণের অর্থ কি ?"

অবিনাশ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"কেশে ব্রাহ্মণ কি, তাহা তুমি জান না ? আমাদের বঙ্গদেশের কিম্বা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের অনেকানেক

ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বদেশ হইতে প্রায়ই এক একটী উপপত্নী সঙ্গে করিয়া জীবনের শেষকালে ধর্ম্মসঞ্চয়ার্থ কাশী বাস করিতে আইসেন। তাঁহাদিগের উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণই কেশেব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়েন!"

"তবে তোমার শ্বশুর কি কাহারও উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান?"

"সে কথা যদিও সকলেই জানে। কিন্তু আমি নিজমুখে তাহা কাহার নিকট প্রকাশ করি না। হুগলী জিলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর প্রধান পণ্ডিত পতিতপাবন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম শুনিয়াছ? সেই পতিতপাবন বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার একটী বিধবা শালীকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পতিতপাবন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ঔরসে তাঁহার সেই বিধবা শালীর গর্ভে আমার শ্বশুরের জন্ম হয়। কিন্তু আমার শ্বশুরের পিতা মাতা উভয়ই উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। অনেকানেক কেশেব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগের পিতা হয় ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মাতা শূদ্রানী; অথবা মাতা ব্রাহ্মণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পিতা কে তাহা অবধারণ করিবার সাধ্য নাই। আমার শ্বশুর একেবারে কেশেব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার মাসীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে।"

"কাশীতে কি এইরূপ অনেক কেশেব্রাহ্মণ আছেন?"

"কাশী, এলাহাবাদ, শ্রীবৃন্দাবন, এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য প্রদেশে অন্যূন দশ হাজার কেশেবামন আছে।"

অবিনাশের এই সকল কথা শুনিয়া যোগিরাজ বলিলেন—"এই দেখ, হিন্দুরা অন্যায়পূর্ব্বক বিধবাবিবাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়া কি ঘোর অনিষ্ট করিতেছেন। বিধবাবিবাহ তাঁহারা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারেন নাই। বিধবাগণ কেহ কাশী, কেহ শ্রীবৃন্দাবন বাসিনী হইয়া পুত্রবতী হইতেছেন, কেহ কেহ বা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক সামাজিক বন্ধন হইতে আপনাকে নির্মুক্ত করিতেছেন। কিন্তু সমাজ-প্রচলিত এই কুপ্রথা নিবন্ধন তাঁহাদিগের গর্ভজাত নিরপরাধ সন্তানদিগকে লোকসমাজে অনর্থক লজ্জিত হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়।"

"তোমার শ্বশুর বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের সমাজভুক্ত হইবার নিমিত্ত এত আগ্রহ প্রকাশ করেন কেন। আমার বোধ হয় তিনি নিতান্ত কাপুরুষ। তাঁহার মনে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও নৈতিক এবং মানসিক বীরত্ব থাকিত, তবে তিনি কখনও ঈদৃশ নীচাশয়তা প্রকাশ করিতেন না। আর তুমিই বা কেশে ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া আপনাকে একটু হীনাবস্থাপন্ন মনে কর কেন? তোমার স্ত্রী যদি সচ্চরিত্রা হয়েন, তবে তিনি কেশে ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়া কখনও ঘৃণার

পাত্রী নহেন। তুমি যখন এইমাত্র ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলিতেছিলে তখন ঐ লোকটা তোমার স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিয়া একটু ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক তোমাকে বলিল—'কেশে বামনের মেয়ের ভয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে মিশিতে চাও না।' তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে এইরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতে ও লোকটার কি অধিকার আছে? আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে অনর্থক এই প্রকার ঘৃণার ভাব কেহ প্রকাশ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখের উপর পদাঘাত করিতাম। তুমি নিতান্ত কাপুরুষ তাই তুমি আবার এই সকল লোকের সঙ্গে ইচ্ছাপূর্ব্বক সংশ্রব রাখিবার চেষ্টা কর। প্রত্যেক চরিত্রবান পুরুষ সেই বীরগৌরব নেপোলিয়ানের ন্যায় বলিয়া উঠিবে—"I am the Rodolph of my race—আমি আমার বংশের আদিস্থাপক।"

যোগিরাজের এই সকল কথা শুনিয়া অবিনাশ আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া যোগিরাজ নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সায়ংকালের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাবসানে উপাসনান্তে আবার অবিনাশ বাবুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র অবিনাশবাবু বলিলেন—

"সেই শ্রীরামপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা শুনিতে যাইবে? আমাদের বাড়ীর নিকট ঐ বাড়ীতে আজ তাহার বক্তৃতা হইবে—

হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকের বক্তৃতা শ্রবণার্থ যোগিরাজেরও একটু কৌতূহল হইয়াছিল। সুতরাং তিনি অবিনাশ বাবুর সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণার্থ চলিলেন— * * * * * * *

শ্রীগোপাল বাবুর গৃহের প্রাঙ্গনে বক্তৃতা প্রদানের স্থান নিরূপিত হইয়াছে। একেই হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা এবং উপদেশ শুনিতে লোকের বিশেষ রুচি নাই, তাহাতে আবার বর্ত্তমান বিদ্রোহের সময় সমুদয় লোকই কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বক্তৃতা স্থানে উপস্থিত হইয়া, অবিনাশ এবং যোগিরাজ দশ বারটি মাত্র লোক দেখিতে পাইলেন। গৈরিক বসন পরিধান করিয়া কৃষ্ণবর্ণ শ্রীরামপ্রসন্ন সেন পেচকের ন্যায় বিশেষ গম্ভীরাকৃতি ধারণপূর্ব্বক বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই গম্ভীর মুখাকৃতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে, আজ সমগ্র হিন্দুজাতির স্বর্গারোহণের সোপান প্রস্তুত করিতে বসিয়াছেন।

রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ হইবার কথা রহি

য়াছে। কিন্তু রাত্রি প্রায় আট ঘটিকা হইয়াছে। এখনও বক্তৃতা আরম্ভ হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি বাবু শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী এবং সম্পাদক বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এখনপর্য্যন্তও আসিয়া পৌছেন নাই।

ক্রমে দুইজন লোক তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিবারজন্য প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্যামলাল বাবুর বাসগৃহ ডাক্তারখানার নিকট। প্রেরিত লোকদ্বয়ের মধ্যে এখনপর্য্যন্তও কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। দেখিতে দেখিতে সাড়ে আট ঘটিকা হইল। তখন প্রেরিত লোকেরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল—"বাবুরা এখনই আসিবেন—আপনাকে বক্তৃতা আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন।"

বক্তা দেখিলেন যে আর অধিক বিলম্ব করিলে, যে দুই চারিটী লোক আসিয়াছেন তাঁহারাও গৃহে চলিয়া যাইবেন; সুতরাং তিনি দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—

"ঘোর গম্ভীর নিশীথকাল। অন্ধকারের ফোয়ারা যেন চারিদিকে উথলিয়া উঠিতেছে। এ নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে সমুদয় আর্য্য মহর্ষি—কি বেদব্যাস—কি যাজ্ঞবল্ক্য—কি হারিত—কি বিশ্বামিত্র—সকলেই নিদ্রিত। কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ যেন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখি, গঙ্গা এবং গোদাবরীবক্ষে প্রজ্জলিত হুতাশন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। কাশী, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন পাপানলে ভস্মীভূত হইতেছে—এই সকল পরম পবিত্র তীর্থস্থানের দোকানদারগণ কেবল আপন আপন জিনিসপত্র বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু একটী জিনিষ, একটী গুপ্তধন প্রজ্জলিত হুতাশনে পড়িয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। হায়! হায়! হায়! তাহার দিকে কেহই চাহিল না, কেবল আমার প্রাণ তাহার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। আমি সেই অর্দ্ধদগ্ধ মন্দিরস্থিত দেবতাগণকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"হে লক্ষৌবাসি হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত মহাত্মাগণ,—হে সাধুগণ,—হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ, আপনারা হয় ত সন্দিগ্ধ হইয়া এই স্থানে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—যে জিনিসের জন্য ভারতবর্ষের আর কাহারও হৃদয় কাঁদে না, তাহার জন্য তুমি এত আগ্রহ কর কেন? যে জিনিস কেহই পছন্দ করে না তাহার জন্য তুমি পাগল হইলে কেন? আপনারা হয় ত মনে করিবেন—হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকগণ, পরিব্রাজকগণ, বিদ্যার্ণবগণ, তর্কচূড়ামণিগণ, হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের এক নূতন ফন্দি বাহির করিয়াছেন—কিন্তু তাহা নহে—তাহা নহে—কখন আপনারা ঈদৃশ ভ্রমাত্মক মত পোষণ করিবেন না—শুদ্ধ

কেবল হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এ হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে—শুদ্ধ কেবল বিশুদ্ধ দেশহিতৈষিতা এ ক্ষুদ্র হৃদয়টীকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই জন্যই অদ্য হিন্দু-ধর্ম্মেরশ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এই হিন্দুধর্ম্ম যে সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাই অদ্য আপনাদিগের"—

বক্তা এইপর্য্যন্ত বলিবামাত্র ইংরেজদিগের রেসিডেন্সি হইতে হুরুম হুরুম করিয়া দুইবার কামানের শব্দ হইল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আগামী কল্য ইংরেজগণ চিনহাতে যাইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া অদ্য অপরাহ্ণ হইতে কামান সকল পরীক্ষা করিতেছেন। রেডান ব্যাটারির (Redan Battery) বড় বড় দুইটা কামানের হুরুম হুরুম শব্দ হইবামাত্র, তিন বৎসর বয়স্ক শিশুর ন্যায় ভয়ে বক্তার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র নষ্ট হইল। শরীর হইতে ঘর্ম্ম ছুটিল। পা দুইখানি কাঁপিতে লাগিল। আর তাঁহার দাঁড়াইবার সাধ্য নাই। বক্তা স্বীয় বক্তৃতায় যে সকল বিষয় বলিবেন বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন তাহা এক খণ্ড কাগজে লিখিত ছিল। সেই কাগজখানি এপর্য্যন্ত তাঁহার হস্তে ছিল। কামানের শব্দ শ্রবণে তিনি একেবারে ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সুতরাং হস্তস্থিত সে কাগজখণ্ড নীচে পড়িয়া গেল। কোথায় যে কাগজখণ্ড পড়িয়া গেল, তাহা তিনি দেখিতেও পাইলেন না। তাঁহার মস্তিষ্ক একেবারে বিলোড়িত হইয়া পড়িল। এখন যে কি বলিবেন তাহাও ঠিক করিতে পারেন না। এদিকে ঠিক এই সময়ই হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি শ্যামলাল বাবু স্বীয় দলবল সহ বক্তৃতা স্থানে আসিয়া পৌঁছিছিলেন। ইহাদিগকে তখন সম্মুখে দেখিয়া বক্তা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু বক্তব্য বিষয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন, যে কাগজখণ্ডে বক্তব্য বিষয় লিখিতছিল, তাহাও হারাইয়া গিয়াছে। এখন মহাসঙ্কটে পড়িয়া বক্তব্য বিষয়ের অভাবে হস্ত নাড়িয়া বিশেষ আস্ফালন পূর্ব্বক শুদ্ধ কেবল সময় কর্ত্তন করিবার অভি-প্রায়ে বলিতে লাগিলেন——"হে সমাগত মহাত্মাগণ, এই যে কামানের শব্দ হইতেছে,আমরা আর্য্য সন্তান হইয়া কি ফিরিঙ্গির কামানকে কথনও ভয় করি? প্রগাঢ় ধর্ম্মানল হৃদয়ে জ্বলিতে থাকিলে কি কেহ কামানের ক্ষুদ্র আগুনকে ভয় করে?—ইহাদিগের শত শত কামান—শত শত কেন? সহস্র সহস্র কামান—লক্ষ লক্ষ কামান—কোটী কোটী কামান—আমাদিগকে ভীতকরিতে পারে না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আবার বক্তাকে একটু থামিতে হইল। এক মিনিট

কি দুই মিনিট কামানের কথা বলিয়া সময় কর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ইহার পর যে কি বলিবেন সহসা অবধারণ করিতে পারিলেন না। বক্তা বক্তব্য বিষয়ের টোকা (Note) হারাইয়া মহা বিপদে পড়িলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলে সহজে অপদস্থ হয় না। সুতরাং বক্তা একটু চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুজাতি কেবল যে ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। গৃহে, বাহিরে, নগরে, অরণ্যে,আকাশে,গগনমণ্ডলে, চন্দ্রালোকে, সূর্য্যালোকে, পর্ব্বতে, সাগরগর্ভে, যেদিকে নিরীক্ষণ করিবেন, যেদিকে দৃষ্টি-পাত করিবেন—সেইদিকেই—সেইস্থানেই হিন্দুজাতি এবং হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাইবেন। ইংরেজদিগের এই কামানের আতঙ্ক শ্রবণে, ইংরেজ দিগের কামানের যৎসামান্য বিক্রম দর্শনে, মনে করিবেন না যে, আর্য্যদিগের ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রের অভাব ছিল। অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধেও কি আমরা আর্য্য-জাতি ইংরেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহি। প্রাচীন আর্য্যদিগের নাগপাশ, ব্রহ্মঅস্ত্র, বজ্র, ত্রিশূল এবং সুদর্শনচক্রের সঙ্গে ত ইংরেজদিগের কামান এবং বেওনেটের তুলনাই হইতে পারে না। সে সকল দিব্য অস্ত্রের সঙ্গে ইংরেজের কামানের তুলনা করিলে আপনারা এখনই আমাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু হে হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত মহাত্মাগণ, ভক্তগণ,—আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি, এখনও আমাদিগের যে সকল অস্ত্র আছে তাহা কি ইংরেজদিগের অস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে?

"অস্ত্র বলিলে কেবল কামানের ন্যায় মারাত্মক অস্ত্র বুঝাইবে না। অস্ত্রশব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অস্ত্র বলিলে লৌহবিনির্ম্মিত সকল প্রকার পদার্থকেই বুঝায়। আমাদিগের আর্য্য পিতাদিগের দা, কাটারি, বঁটি, খোন্তা, কুড়ালী কি এক প্রকার অস্ত্র নহে? আমরা কি এতই পাষণ্ড, এতই পামর, যে পিতৃপুরুষের এই সকল উৎকৃষ্ট অস্ত্রকে এখন আর অস্ত্র বলিয়া অভিহিত করিব না?

"হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত মহাত্মাগণ, হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ, যদি ইংরেজদিগের কামা-নের ধূমরাশি আপনাদিগকে অন্ধ করিয়া না থাকে, তবে আমার উল্লিখিত দা, কাটারি, বঁটি, খোন্তা, কুড়ালী, ক্ষুর, নরুণ, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি সু—মহান অস্ত্রসকলের মধ্যেও আপনারা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাইবেন—নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলেই দেখিতে পাইবেন।

"আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, আমাদের আর্য্য পিতাদিগের এই সকল মহান্ অস্ত্র—আমাদের আর্য্য মহর্ষিদিগের এই সকল দা, কাটারি, বঁটি, খোন্তা, কুড়ালী, ক্ষুর, নরুণ প্রভৃতি ধর্ম্মভাবপ্রতিপাদক অস্ত্র শতমুখে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। ইংরেজদিগের কামান, শুদ্ধ কেবল নরহত্যা করিবার জন্য বিনির্ম্মিত হইয়াছে। সে পৈশাচিক অস্ত্র স্পর্শ করিলেও তোমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে। কিন্তু আমাদিগের আর্য্য পিতাদিগের কুড়ালী কি নরহত্যার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? শোন, ভক্তগণ, শোন হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ, আমাদের কুড়ালী কি বলিতেছেন—একবার বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর, কুড়ালী কি তোমাদিগকে বলিতেছেন। কুড়ালী বলিতেছেন—"আমি কামান অপেক্ষা অক্ষম নহি,কামান অপেক্ষা ন্যূনশক্তি ধারণ করি না। কামানের ন্যায় আমিও মানবদেহ ছিন্ন করিতে পারি—বিচ্ছিন্ন করিতে পারি—বিদীর্ণ করিতে পারি—সংহার করিতে পারি—বিনাশ করিতে পারি—মানব দেহ নিকটে পাইলে খণ্ড খণ্ড করিতে পারি। কিন্তু আমি বিনাশপ্রিয় নহি—আমি বিনাশপ্রয়াসী নহি—আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য—পালন করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছি। আমি অবিশ্রান্ত কাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া সুরসিকা সুকোমলা, প্রেমিকা হিন্দুরমণীদিগের রন্ধনের সাহায্য করিতেছি।"

বক্তা এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র সভাস্থিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কয়েকটী বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"অহিংসা পরমধর্ম্ম—অহিংসা পরমধর্ম্ম—হরিবোল—হরিবোল—"

বক্তা দেখিলেন যে,তাঁহার বক্তৃতার এই অংশ শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছে; সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ কুড়ালী পরিত্যাগ করিয়া দা এবং কাটারি ধরিলেন—এবং বিশেষ উত্তেজিত হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"কেবল কুড়ালী নহে—কেবল কোদালী নহে—ঐ শোন ঐ শোন দা এবং কাটারি কি বলিতেছেন। দা বলিতেছেন—"আমি ক্ষুদ্রকায় হইলেও কামান অপেক্ষা সমধিক শক্তি ধারণ করি। হিন্দু সন্তানগণ,ভারতবাসিগণ,শুদ্ধ কেবল কামানের বৃহদাকার দেখিয়া ভুলিবেন না। বাঁদর অপেক্ষা হস্তী বৃহদাকার ধারণ করিলেও হস্তী বাঁদরের ন্যায় বুদ্ধিমান এবং সুসভ্য নহেন। শোন ভক্তগণ, দা আর কি বলিতেছেন—দা বলিতেছেন—কামানের ন্যায় আমিও মানবজীবন বিনাশ করিতে পারি,—সমুদয় জগৎ উৎসন্ন করিতে পারি,—মানব দেহ একেবারে খণ্ড খণ্ড—টুকরো টুকরো করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমি

হিংস্রক কিম্বা মারাত্মক নহি— আমি গৃহস্থদিগের কুটনা কাটিয়া তাহাদিগের উপকার করিতেছি। আলু, পটল, কুমড়া এবং অলাবু সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া তৃণভোজী ভারতসন্তানদিগের মহোপকার করিতেছি—পরোপকারব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক এই বিশাল বিশ্বমন্দিরে বিরাজ করিতেছি—”

সভাপতি শ্যামলাল বাবু এপর্য্যন্ত চুপ করিয়া বক্তার দক্ষিণদিকে একটী চেয়ারের উপর বসিয়াছিলেন। সাম্পিনের নেশায় তাঁহার একবার চেয়ার শুদ্ধ পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখন বক্তার মুখ হইতে আলু পটল শব্দ নির্গত হইবামাত্র— তিনি অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে বলিয়া উঠিলেন—এ—ক—খা—না কাট্‌লেট্‌ চাই—ব্রা—ণ্ডি——র মুখে আলু পটল ভাল লাগে না। আলু পটল—ভাল—লা—গে—না।

সভাপতি মহাশয় এই প্রকার বকিয়া উঠিলে পর, বক্তা তাঁহার দিকে দৃষ্টি পাত করিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সভাপতির দিকে বক্তার দৃষ্টি পড়িবা-মাত্র পূর্ব্বোল্লিখিত তাঁহার হস্তস্খলিত কাগজখণ্ড সভাপতি মহাশয়ের চেয়ারের নীচে দেখিতে পাইলেন। বক্তা তখন ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। প্রাগুক্ত অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা বলিবার পর, তাহার বক্তৃতা করিবার একেবারে বিষয়াভাব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বক্তব্য বিষয়ের সারাংশ লিখিত কাগজখানা পাইয়া তিনি আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষাপাইলেন। এই কাগজ খণ্ডে এইরূপ লিখিত ছিল—

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব—(১)প্রচারের আব্যশ্যকতা—(২)আমরা অর্থ লোভী নহি—(৩) বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লব—(৪) যজ্ঞোপবীত—(৫) ব্রাহ্ম পাষণ্ড—(৬) ব্রাহ্ম গর্দ্দভ, শূকর এবং কালফিতার গল্প—(৭) হিন্দুধর্ম্ম বিরোধিদিগের মত—(৮) দেশকালপাত্রভেদে ধর্ম্মের বিভিন্নতা—(৯) বাল্যবিবাহ—(১০) বহুবিবাহ—(১১) কৌলিন্যপ্রথা—(১২) রেলওয়ে টেলিগ্রাফ—(১৩) বর্দ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেসন এবং আমার ভগ্নীর দুর্দ্দশা—(১৪) উপসংহার—

এপর্য্যন্ত বক্তা আন্দাজে আন্দাজে বক্তৃতা করিতে ছিলেন। এখন বক্তব্য বিষয়ের সারাংশ লিখিত কাগজ খানি হস্তে লইয়া—বিশেষ আনন্দসহকারে বলিতে লাগিলেন—

“এপর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে—অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধে আমরা ইংরাজদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধেও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। এখন বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লব এবং হিন্দু ধর্ম্ম

প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বিষয় বলিতেছি। আজ স্থবির আর্য্যধর্ম্মের সম্মুখে নব্য সমস্ত ধর্ম্মই যোদ্ধৃবেশে দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম তরবার লইয়া, খৃষ্টিয় ধর্ম্ম বেওনেট এবং তোপ লইয়া আজ আর্য্যধর্ম্মের সম্মুখে কোমর কসিতেছেন। অবশেষে ব্রাহ্ম ধর্ম্মটীও একটীসরু আলপিন লইয়া আস্তে আস্তে গুড়ি গুড়ি উপস্থিত হইয়াছেন। ঈদৃশ ধর্ম্মবিপ্লবের সময় মাদৃশ জনকে হিন্দুধর্ম্মপ্রচারব্রত নিশ্চয়ই অবলম্বন করিতে হয়।

"ব্রাহ্মগণ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে * এক জন লোক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই গর্দ্দভদিগের, এই শূকরদিগের, এই পাষণ্ডদিগের ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া আমার একটা আপন পারিবারিক কথা মনে হইল। আমার পিতা এবং আমার খুল্লতাত মহাশয়ের একপ্রকার আকৃতিছিল। তাঁহাদিগের একজনকে দেখিলে অপরজন বলিয়া ভ্রম হইত। এই ভ্রম সংশোধনার্থ এবং ঈদৃশ অবস্থা নিবন্ধন অনিবার্য্য গৃহ বিচ্ছেদ নিবারণার্থ গ্রামের পঞ্চায়তেরা আমার পিতার গলদেশে কাল ফিতা বান্ধিয়া দিলেন। গ্রামের পঞ্চায়ত অত্যন্ত সদভিপ্রায়দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমার পিতার গলায় কাল ফিতা বান্ধিলেন। সুতরাং পিতাঠাকুর প্রাগুক্ত গ্রাম্য পঞ্চায়তের প্রতি চির কৃতজ্ঞ হইয়া এই কাল ফিতা আজীবন ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মগণ কি পাষণ্ড! কি অকৃতজ্ঞ! এই সমস্ত ধুরন্ধরদিগের গতিক দেখিয়া হাসি থামান যায় না। যাহারা গর্দ্দভের মত সংসারের সমস্ত বোঝাই বহিতে পারে, তাহাদের তিন গাছি সুতা বহিতে কি কষ্ট হয়? গর্দ্দভ ব্রাহ্ম! তুমি যদি যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িতে চাও, তাহা হইলে আগে বাসনার সূত্র ছিঁড়িয়া ফেল। আমাদিগের আর্য্য পিতাগণ স্নেহবশতঃ তাঁহাদের পুত্রগণকে কিষ্কিন্ধ্যাবাসী অতি প্রাচীন আর্য্যসন্তানগণ হইতে পৃথক করিবার জন্য তাঁহাদের গলায় যজ্ঞোপবীত রূপ ফিতাটী বান্ধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মগণ এমনি মূর্খ যে, তাহারা আর্য্যপিতাদিগের এ সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না।

"হিন্দুধর্ম্মবিরোধিগণ উদারতা উদারতা বলিয়া চীৎকার করেন। তাঁহারা বলেন মনুষ্যের ধর্ম্ম এক। সুতরাং ইহা নিজস্ব, উহা পর, ইহা আমার ধর্ম্ম, উহা পরের ধর্ম্ম, এরূপ ভেদ বুদ্ধি ভাল নয়। কিন্তু আমি বলিতেছি এটা নিতান্তই রাতকাণার কথা। দেশভেদে মনুষ্যের গাত্রবর্ণ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, ধর্ম্মও

* সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে বোধ হয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়িই কেবল যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেইরূপ। ঈশ্বর এক বলিয়া তৎসৃষ্ট ধর্ম্মও যে এক, এ কথা যাহারা বলে তাহারা বড় মূর্খ। আমরা সকলে এক মায়ের সন্তান বলিয়া যে ব্যারামের সময় এক পথ্যভোগী হইব, ইহা যে বলে সে নিতান্তই পাগল। ধর্ম্ম আবার, বর্ণ, আশ্রম, অধিকার, দেশ, জাতি, সম্প্রদায় ও গ্রহনক্ষত্রের গতিভেদ অনুসারে সর্ব্বদা ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

"গর্দ্দভ ব্রাহ্মগণ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতিকে দূষিত দেশাচার বলিয়া চীৎকার করেন। কিন্তু হে লক্ষৌবাসি ভক্তগণ, সাধুগণ, হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ এই সকল প্রথার মধ্যে যে কিছুই দোষ নাই তাহা অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা আজ তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব।

"হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। মুক্তিলাভের অর্থ —মায়া মোহ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বিশুদ্ধ চিন্ময় ও আনন্দময় আত্মার রূপ দর্শন। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ সর্করা মিশ্রিত সুগন্ধ চার পিয়ালা এবং অর্দ্ধসিদ্ধ পক্ষীডিম্ব উদরস্থ করিলে কখনও মুক্তি লাভ হইবে না। সকলের অগ্রে স্বয়ং বৃহৎ রোহিত মৎস্যের মুণ্ড ভক্ষণ করিয়া ভোগস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিলে মুক্তি হয় না।

"হিন্দুদিগের বাল্যবিবাহই তাহাদিগের মুক্তিরদ্বার উদ্ঘাটন করে। কারণ হিন্দুদিগের গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রীব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। খৃষ্টান স্ত্রী লইয়া গির্জ্জায় এবং ব্রাহ্ম স্ত্রী লইয়া সমাজ মন্দিরে যান বটে, কিন্তু সেটা তাঁহাদের স্বেচ্ছাচার মাত্র। তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সস্ত্রীক না করিলেও তাহাদের ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত বা হানি হয় না। কিন্তু সস্ত্রীক না হইয়া হিন্দুর ধর্ম্মচর্য্যা একেবারেই হয় না। সেই জন্য দ্বাদশবৎসরবয়স্ক বালকের সঙ্গে একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে হইবে। বিবাহের পর, সর্ব্বদা তাহাদিগকে একস্থানে রাখিতে হইবে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল, তাহা বিশেষ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এবং নিশীথে তাহাদিগের দুইজনকে এক শয্যায় শোওয়াইয়া রাখিতে হইবে। ঈদৃশ উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় বলিয়াই হিন্দু পরিবারের দ্বাদশবৎসরবয়স্ক বালকের এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার তৎক্ষণাৎ রাতারাতি মুক্তির রাস্তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এবং চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহারা বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রাপ্তিনিবন্ধন অনতিবিলম্বে মানবলীলা সম্বরণপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন।

"হে লক্ষ্ণৌবাসি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভক্তগণ, ব্রাহ্মেরা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যে সকল অযথা আপত্তি উত্থাপন করেন তাহা এক মুক্তির কথা দ্বারা ত খণ্ডিত হইল। হিন্দুধর্ম্মপ্রতিপাদিত এহেন মুক্তি লাভ করিতে হইলে বাল্যবিবাহ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

"গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া হিন্দুকে প্রতিদিন সংযত হইয়া দেবপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, অতিথিসেবা, ভূতপালন প্রভৃতি পাঁচটি মহাযজ্ঞ করিতে হয়; এবং সর্ব্বদাই যাগ যজ্ঞ ব্রত প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। এই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে সংযম আবশ্যক, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আবশ্যক, স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। সংযমাদি ব্যতীত এই সকল কর্ম্ম করা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রোল্লিখিত এই সকল যাগযজ্ঞ করিবার সময় ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, হিন্দুসন্তান তৎক্ষণাৎ সস্ত্রীক হইয়া ইন্দ্রিয়দমনপূর্ব্বক আবার শ্রীবিষ্ণু বলিয়া যাগযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিবেন।

"ব্রাহ্মেরা বহুবিবাহ এবং কৌলিন্যপ্রথা দূষনীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহারা গর্দ্দভ না হইলে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এই সকল সুনিয়ম কখন নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতেন না। পিতৃপুরুষের অবলম্বিত কার্য্য নিশ্চয়ই আমাদিগকে করিতে হইবে।

"নব্য সম্প্রদায় বলেন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ হইয়া আমাদের দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। আমাদের দেশের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের দেশের কিছুই উন্নতি হয় নাই। এ ইংলণ্ডের উন্নতি। ইংরেজদিগের উন্নতি। আমাদের দেশে আর দুইটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে আর্য্যজাতির উপকার হইত। ইংলণ্ডের উন্নতিতে ভারতের উন্নতি কিছুই হইতেছে না। ইংলণ্ডের উন্নতি ইংলণ্ডের নিজস্ব। তাহা ভারতের নহে। রেলওয়ের দ্বারা আমাদের কিরূপে উন্নতি হইবে? বরং বিবিধ উপদ্রব হইতেছে। গত সন পূজার ছুটীর সময় বর্দ্ধমান ষ্টেসনের প্লাটফরমে প্রায় দুই শত আড়াই শত বাঙ্গালী বাবু সমবেত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকেই সস্ত্রীক বাড়ী যাইতেছেন। আমি আমার অবগুণ্ঠনবতী কনিষ্ঠা সহোদরাকে একখানা কামরার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছি। এমন সময় গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী বাজিল। যাই বাজিল, অমনি আর এক জন বাঙ্গালী বাবু অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমার অবগুণ্ঠনবতী ভগ্নীকে আপন স্ত্রী মনে করিয়া হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। তিনি তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া বলিতে লাগিলেন "ও গো—উঠ গো—শীঘ্র উঠ—গাড়ী ছাড়ে যে,—" এই কথা বলিয়া তিনি

যতই ডাকেন, আর আমার ভগ্নী বেচারী লজ্জায় পড়িয়া ততই পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন। মহা বিভ্রাট বাঁধিয়া গেল। অনেকক্ষণ টানা হেঁচড়ার পর যখন আমার ভগ্নীর ঘোমটা খুলিয়া গেল তখন বাঙ্গালী বাবু অপ্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

"হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাগণ, আপনাদিগকে এখন আমি জিজ্ঞাসা করি—এই লোমহর্ষণ ঘটনাটী আমাদিগকে কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? এ ভীষণ কাণ্ড কি এখনও আমাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে নাই? এ দেশে রেলের গাড়ী হইয়া কি প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয় নাই? আমরা আর্য্যজাতি। আমাদের পূজা, আহ্নিক, সন্ধ্যা প্রভৃতি দৈনিক কার্য্য রহিয়াছে। আমাদিগের কোন স্থানে গমন করিতে হইলে তিথি নক্ষত্র দেখিয়া যাত্রার সময় নিরূপণ করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আপন আপন সুবিধা অনুসারে গরুর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া চিরকাল গমনাগমন করিয়াছেন। এখন যাই বাঁশী বাজিবে অমনি পূজা আহ্নিক দেবার্চ্চনা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইবে। কে আপন স্ত্রী—কে পরের স্ত্রী, নির্ব্বাচন করিয়া লইবার সময় পাওয়া যাইবে না। ইংরেজরমণীদিগের অবগুণ্ঠন নাই; সুতরাং ইংরেজদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে বাছিয়া বাহির করিতে তত কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের আর্য্যরমণীদের ত অবগুণ্ঠন না খুলিলে আর তাঁহাদিগকে চিনিবার সাধ্য নাই। মাথার বস্ত্র না তুলিলে কে ভগ্নী, কে স্ত্রী, তাহা কিরূপে অবধারণ করিবেন? এখন কি রেলেরগাড়ী হইয়াছে বলিয়া আপনারা বেদব্যাস প্রণীত সেই প্রাচীন অবগুণ্ঠনপ্রথা রহিত করিবেন? এ সুমহান প্রথা কি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে না?

"অদ্য হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ—আপনাদিগের নিকট অনেক কথা বলিলাম। আমাদের দেশপ্রচলিত বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা বহুবিবাহ, অবগুণ্ঠনপ্রথা সমুদয়ই হিন্দুধর্ম্মের কেবল শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। আমাদের দেশে বালিকাগণ সপ্তম বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত সাধন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি কোন দেশে—কোন জাতির মধ্যে—সপ্তম বৎসর বয়সে বালিকাগণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করেন?

"এই শ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ যত্ন করিলে আপনাদিগকে শেয়াল কুকুর কিম্বা ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় মারামারি, গুতোগুতি, কামড়াকামড়ি করিতে হইবে না। আপনারা নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় স্বীয় গৃহে অনায়াসে নিদ্রা যাইতে